শতাব্দীর পরিচয়

(সামাজিক নাটক)

শ্রীযুগল দত্ত।

ডি, এম, লাইব্রেরী।
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্ লাইব্রেরী।
৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৯৪৬
মূল্য—১৷৷০ মাত্র

প্রিণ্টার—মণীন্দ্রনাথ রায়
মণ্ডল প্রেস
২৩ ডিক্সন লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীসুশীল মাধব বসু

সুহৃদ্‌বরেষু !

ভাই,

অনেকদিন আগে 'শতাব্দীর পরিচয়ের' পাণ্ডুলিপি পড়ে তুমি এ'কে মুদ্রিত কর্‌বার জন্যে অনুরোধ করেছিলে, কিন্তু সেদিন নানা বাধা বিঘ্নের জন্যে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আজ মুদ্রিত আকারে আমার সেই নাটকখানি লোকসমাজে প্রকাশিত হ'ল---তাই বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এ নাটকখানি তোমাকেই দিলাম।

ইতি—

গুণমুগ্ধ

শ্রীযুগল দত্ত।

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫৩

কলিকাতা।

ভূমিকা

১৯৪৩ সালে যখন বাঙ্গলার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে এসেছিল, তখন কতকগুলি নরনারীর চরিত্রের সহিত আমার পরিচয় হয়। তা'দের নিয়েই এই নাটকের পরিকল্পনা।—ইহা সত্য যে এই নাটকের ভিত্তি বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু চরিত্রের নামকরণ কোন ব্যক্তিগত নয় উহা আমার কল্পনা।

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলতে পারে তাদের নাম ভবিষ্যতের মানুষ ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করবে। যা'রা চেষ্টা করলে পারতো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে, তা'রা এমন আবহাওয়ার গণ্ডী টেনে দূরে রইলো—এমন নীতি অনুসরণ করলো—যা' ঘটনা বহুল বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্ক হয়ে থাকবে। যাদের প্রচেষ্টায় অন্ততঃ পক্ষে কতকগুলি জীবন রক্ষা পে'ত তারা হয়ে উঠলো আত্মঘাতী, লোভী ও অর্থলোলুপ। তাদের মধ্যে কতকগুলি চরিত্রের পরিচয় এ নাটকের অল্প পরিসরের ভিতর দিতে চেষ্টা করেছি।

নিজেদের অন্ন নিজেরাই কিরূপভাবে কাড়াকাড়ি করে অকালে মৃত্যুবরণ করছে এবং তাদের এই বুদ্ধির দুর্ব্বলতার সুযোগ আরেকদল কিরূপভাবে গ্রহণ করছে সেই গল্প একদিন আমি আমার বন্ধু শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়ের কাছে করেছিলাম। তিনিই আমাকে গল্পটি নাটকে পরিণত করতে একপ্রকার বাধ্য করেছিলেন। —তারপর অনেকদিন গত হলো, আরও অনেক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত বাঙ্গলার বুকে প্রবাহ তুললো ও তুলছে কিন্তু এ নাটকে তাদের স্থান দিতে পারিনি যেহেতু এ নাটকখানি তার অনেকদিন আগের রচনা।

নাটক রচনায় সাহায্য করেছে শ্রীমান রাধাগোবিন্দ রায় ও প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করেছে কল্যাণীয়া ঝর্ণা ঘোষ।

নাট্যকার শ্রীযুত অজয় দাশগুপ্তের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি এবং আমার বন্ধুবর শ্রীসুশীল কুমার সরকার উভয়েই অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কার্য্য করেছিলেন বলেই আজ নাটকখানি মুদ্রিত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের এ ঋণ অপরিশোধনীয়। ইতি—

"বস্কো" নিবেদক,

১১৮।এ লোয়ার সার্কুলার রোড। নাট্যকার।

পরিচয়

ভবানী রায়	...	জমিদার
সমীর	...	ডাক্তার
মিঃ চৌধুরী		
সঞ্জীব মুখার্জ্জি	...	শিক্ষিত যুবকগণ
অশোক ব্যানার্জ্জি		
মিঃ মল্লিক	..	ব্যবসায়ী
যজ্ঞেশ্বর	.	ভবানীরায়ের গোমস্তা
ভোলা		
কার্ত্তিক		
মধু	...	অশিক্ষিত গ্রামবাসীগণ
হোসেন		
হারান		

কবি, শেঠজি, দারোয়ান, বয়, পুলিশ, ড্রাইভার, ভিখারী,
অনুক্লিষ্ট গ্রামবাসী ইত্যাদি।

কাত্যায়নী	...	অশোকের মা
সরোজিনী	...	ভবানীরায়ের বিধবা ভগিনী
অনীতা	...	ভবানীরায়ের কন্যা
লেডি মুখার্জ্জি	...	সঞ্জীবের মাতা

রেবেকা মণ্ডল, গীতা, অলকা, গ্রাম্যনারী প্রভৃতি।

শতাব্দীর পরিচয়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—সকাল। ভবানী রায়ের বাটীর একটী কক্ষ, আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত, দেওয়ালে বিলাতী Landscape, এক কোনে একটী পিয়ানো, অপর তিন কোনে পুষ্পাধার। পটোত্তলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল অনীতা। উপবিষ্ট লোকদিগকে নমস্কার করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কে আগে নিজেকে প্রকাশ করিবে সকলের মধ্যে এই ভাব, কেবলমাত্র একজন—যেন সে দল ছাড়া, মূঢ়ের মতন বসিয়া আছে—সে অশোক।

মিঃ মল্লিক। মিস রায়ের নৃত্য যে ভীষণ ভাল হয়েছিল তা কেহ অস্বীকার করতে পারে না—কি বলেন? আর সে কথা মুখে বলা মানে ওঁর প্রতিভাকে অপমান করা। (মিস রায়ের প্রতি) আজকে যে show হবে, তাতে কিন্তু মিস্ রায় আপনাকে এমন নাচতে হবে যাতে এ্যানাপ্যাভলোভার নাম সবাই ভুলে যায়।

কবি। মিঃ মল্লিক, আপনি যা বল্লেন ঠিক হল না; ওঁকে বলতে হলে, বলতে হয়, দেবী তব চরণের নূপুরধ্বনি বয়ে আনুক—যুগে যুগে রূপে রূপে নব জাগরণের বাণী।

মিঃ চৌধুরী। (পাইপের ধোঁয়া ছাড়িয়া) Bravo—কবি Bravo,—

মিঃ মল্লিক। সব জায়গায় কবিতা করলেই চলে না বুঝলেন?

কবি। বাঃ, যেখানে কবিতার উৎস, সেখানে কবিতা না করে শুধু কতকগুলো শুকনো স্তুতিবাদ করতে—আমার মন সায় দেয় না মিঃ মল্লিক।

মিঃ চৌধুরী। Right O' কবি!

মল্লিক। আচ্ছা মিস্ রায়—আপনিই বলুন, কতকগুলো আবোল তাবোল ভাষা, পদ্যের মতন করে বল্লে কি চরিত্রের জড়তা প্রকাশ পায় না?

অনীতা। (মৃদু হাসিয়া) এর ভেতর আর আমায় জড়ান কেন?

চৌধুরী। Oh, a daniel has come to judgement!

মল্লিক। (বাধা দিয়া) আরে থামুন মশায়। এখানে আবার daniel এর প্রশ্ন কি উঠতে পারে? কতকগুলো বিলিতি বই পড়েছেন, আর তার বিদ্যে জাহির করছেন।

কবি। আহা, মিঃ মল্লিক, অমন করে আক্রমন করবেন না।

(সঞ্জীবের প্রবেশ)

সকলে। (অশোক বাদে) আসুন-আসুন

সঞ্জীব। অনিটা Plazaই ঠিক করা গেল। আরে, আরে—অশোক যে—

অশোক। আমার ত ভাই তোমার মতন কাজ কিছুই নেই।

মিঃ মল্লিক ধরে নিয়ে এলেন, বল্লেন—তুমি এখানে আছ, তাই এলাম।

সঞ্জীব। বেশ, বেশ, অনিটা তুমি ready হয়ে নাও।

মল্লিক। আচ্ছা সঞ্জীব বাবু, আমাদের Programmeএ মিস্ রায়ের কি কি নাচ থাকবে ?

কবি। আমার কিন্তু মন বলে ওঁর উর্ব্বশী নৃত্য—

চৌধুরী। Poob, ও আপনাদের উর্ব্বশী টুর্ব্বশী নৃত্য একেবারে hackneyed হয়ে গেছে। কিছু ultra modern নৃত্য।

কবি। উর্ব্বশী নৃত্য হয়ত আপনার কাছে hackneyed হয়েছে, কিন্তু মিস্ রায়ের নৃত্যত নয়। ওঁর নৃত্যের ছন্দ আর ভাব প্রকাশের মাধুর্য্যতায়—

মল্লিক। (বাধা দিয়া) আরে থামুন, আপনার সবক্ষেত্রে একটা কথা উঠলেই কবিতার স্রোত। কবিতা না করে মশায় সত্যিকারের সাহিত্য সেবা করুন, যা দেশের ও দশের উপকারে আসবে।

চৌধুরী। Dont be silly—আমাদের কবি justified

সঞ্জীব। বাজে তর্ক না করে Programmeটা ঠিক করে ফেলা যাক। অশোক তুমিই suggestion দাও।

অশোক। তোমাদের Programmeটা যে কিসের আর তাতে আমার suggestionর কি প্রয়োজন তাত ভাই বুঝলাম না।

মল্লিক। কেন আমাদের এই বিরাট charity performance,

অশোক। charity, তার আবার performonce !

কবি। কেন অশোকবাবু, এই যে অগণিত প্রাণীর জীবনলীলা দৈনিক শেষ হয়ে যাচ্ছে, শুধু অন্নাভাবে,—অর্থাভাবে—

মল্লিক। (বাধা দিয়া) মুস্কিল করলেন আরো অবোধ্য করে তুলছেন।

অশোক। আমায় মাফ করতে হলো।

অনীতা। কেন? সবাই যখন আপনাকেই উপযুক্ত মনে করছেন তখন—

অশোক। দেখুন—

কবি। ওতে আর দেখুন রূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা ব্যবহার করবেন না। এমন কি মিস রায় যখন বলছেন,—তখন আপনার উৎসাহের সহিত করা উচিত।

অশোক। আপনাদের কি মনে হয় জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, দুঃস্থদের সাহায্য করতে আপনাদের এই Charity করার কোন অর্থ হয় না।

সঞ্জীব। কেন? তুমি কি মনে কর আমাদের এ idea স্রেফ্ বাজে।

অশোক। তা নয়, আমি বলতে চাই, এই নাচগান করে টিকিট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দিয়ে সাহায্য করার চেয়ে আমরা যদি সকলে মিলে—

মল্লিক। (বাধা দিয়া) আপনার কি idea মশায়, তাতে কেউ টাকা দেবে কেন?

আশাক। কেন দেবেন না—সেইটিই হবে তখন প্রশ্ন। যারা

এই টিকিট ক্রয় করতে চান, তাঁরা কি তাহলে দুঃস্থদের সাহায্য করতে চান না ?

সঞ্জীব। তোমারও মগজে ঢুকবে না অশোক।

অশোক। সেই জন্যেই ত বল্লুম ভাই, আমার এ কাজ নয়।

অনীতা। কিন্তু অশোকবাবু যা বল্লেন,—তাতে বোধহয় এসব function এর প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা নেই।

অশোক। মাফ করবেন মিস্ রায়, আমার যা বলবার তা বলেছি, কিন্তু শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার কথা উঠতে পারে, তা ভেবে বলিনি।

কবি। ক্ষমা প্রার্থনা যখন করেছেন—

সঞ্জীব। Stop it—Programme আমি নিজেই করবোখন।

অনীতা। আচ্ছা সঞ্জীববাবু, অশোকবাবুর Proposalটা—

মিঃ চৌধুরী। Good idea—a new adventure ; প্রয়োজন হলে আমি আমার Customerদের ঠিকানা দিচ্ছি।

মল্লিক। আরে মশায়—আপনার Customerদের ঠিকানা নিয়ে কি করবো ?

কবি। ব্যবসায়ী লোক !

চৌধুরী। Of Course, Customerদের কাছে গেলে, তারা আপনাদের help করবে।

মল্লিক। মাপ করবেন, আমাদের ও Plan নয়।

অশোক। (সঞ্জীবের প্রতি) তবে তোমাদের Planটা কি !

সঞ্জীব। তার জবাব আর তোমায় দেব না অশোক। তুমি বাল্যবন্ধুর দাবীর সীমা ছাড়িয়ে গেছো। যত ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে তুমি একেবারে—

অনীতা। আহা হা, করেন কি? আপনারা একটা সামান্য জিনিষ নিয়ে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছেন। আর তা ছাড়া, আপনারা সকলে আমার এখানে অতিথি।

অশোক। না, না, মিস্ রায়,—ঝগড়া কেন হবে! আচ্ছা সঞ্জীবভাই এখন তাহলে আমি যাই। (প্রস্থান)

অনীতা। দেখুন ত, ভদ্রলোক বোধ হয় রাগ করে চলে গেলেন।

কবি। দেবী, ঠিকই বলেছেন।

সঞ্জীব। আরে না, না, রাগ থাকলে ও একটা মানুষ হয়ে যেত, ওর এসব ভাল লাগবে কেন—যত সব anarchist

সকলে। anarchist?

অনীতা। অশোকবাবু anarchist—

সঞ্জীব। থাক্‌গে ও নিয়ে মাথা ঘামালে আমাদের এখন চলবে না। দেখ কবি, তুমি খান দুই তিন গান লিখে দাও ত,—

কবি। মিস্ রায় গাইবেন ত! তা বলুন না, আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। (লিখবার সাজসরঞ্জাম পকেট হইতে বাহির করিতে উদ্যত হইল)

সঞ্জীব। না—এখুনই প্রয়োজন নেই। দেখুন মিঃ চৌধুরী!

চৌধুরী। Need no instruction, আমি ত বলেছি—আমার রোলস্ রয়েল গাড়ীখানা মিস রায়ের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

মল্লিক। তাহলে show এর কত আগে মিস রায়কে—।

সঞ্জীব। তুমি নিয়ে যাবে? আরে তোমার ওদিকে auditorium manage করতে হবে।

অনীতা। দেখুন, আপনাদের এই management এর চাপে, দুঃস্থদের অভাব অভিযোগ সব চাপা পড়ে গেল।

সঞ্জীব। তার মানে ?

অনীতা। (হাসিয়া) তার মানে Show করাই যাদের জন্য,— তাদের কোন নাম গন্ধই হলো না।

চৌধুরী। What do you mean, Miss Roy ?

সঞ্জীব। তুমি যে দেখছি অশোকের মত বুলি আওড়াচ্ছো, আমাদের Society আমরা বুঝি। অশোক কি বুঝবে ?

চৌধুরী। That's it.

অনীতা। যা হোক,—অশোক বাবুকে একখানা কার্ড দেবেন ত ?

সঞ্জীব। সে আর তোমায় বলতে হবেনা, হাজার হোক, বন্ধুত। আচ্ছা আমরা এখন যাই।

চৌধুরী। Good day, wish you good luck Miss Roy

(প্রস্থান)

কবি। সঞ্জীববাবু গানটা দেখবেন নাকি ?

সঞ্জীব। বল্লুমত এখন নয়।

কবি। আচ্ছা তা হলে আসি। (প্রস্থান)

সঞ্জীব। (প্রস্থানোদ্যত) তুমি কিন্তু ready হয়ে থেকো অনিটা। আমাকে এখন একবার এক client এর বাড়ী যেতে হবে।

মল্লিক। আপনি Bar এ নাম লিখিয়েছেন নাকি ?

সঞ্জীব। what ?

মল্লিক। না এমনি বলছিলুন। আমার firm এ একজন Lawyer দরকার বলে, wanted কলমে ছাপতে না ছাপতে এত application পড়েছে, যে আমি আর দেখে উঠতে পারছি না।

সঞ্জীব। All rots, আপনি কি তাদের মধ্যে আমাকে একজন ঠাওরালেন নাকি? আচ্ছা অনিটা আমি এখন চল্লুম্। (প্রস্থান)

মল্লিক। Prestige এ, ঘা—লাগলো বুঝলেন না; আরে আমরা হচ্ছি business-man,

অনীতা। আচ্ছা মিঃ মল্লিক, আমি এখন আসি নমস্কার,

মল্লিক। ওঃ নমস্কার, কিন্তু আজকের showটা এমন করা চাই—

অনীতা। ক্ষমা করবেন, এখন কোন কথা দিতে পারি না। হয়তো আপনাদের showতে যাবই না।

মল্লিক। মানে?

অনীতা। মানে—আচ্ছা আপনি এখন আসুন, বাবা আসছেন উনি আবার অসুস্থ।

মল্লিক। নিশ্চয়—নিশ্চয়—আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

(ভবানী প্রসাদের প্রবেশ)

অনীতা। তুমি আবার উঠে এলে কেন?

ভবানী। কেনর জবাব আমি জীবন ভরেই দেবার চেষ্টা করছি—মা, কিন্তু কই আজো পর্য্যন্ত দিতে পারিনি—

(আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন)

অনীতা। ডাক্তার না তোমায় মানা করেছেন বেশী কথা বলতে ?

ভবানী। ডাক্তার হয়ত ঠিকই করেছেন তাঁর শাস্ত্রমত। কিন্তু মা, আজ বিশবছর ধরে, যে Trouble জমে বুকটার ভেতর তোলপাড় করছে তার যাতনা কি তোমার ওই ডাক্তারে কমাতে পারে ?

অনীতা। তুমি যে সময়ে সময়ে কি বল বাবা, আমি বুঝতে পারি না।

ভবানী। তোকে বোঝাবো মনে করি কিন্তু চেষ্টা করতে গেলেই আমার মনে হয়, আমার চারিধারে ভূমিকম্প সুরু হয়েছে, আমি আর পারি না।

অনীতা। তোমার কি এমন কথা থাকতে পারে, যে আমায় বলতে পার না বাবা।

ভবানী। তা হয়তো পারে ; কিন্তু মা তোকে সবই বলতে পারা যায়, আমি তোকে কোন শিক্ষা দিতেই কার্পন্য করিনি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, সেটা আজ তুই যত ভালভাবে চিন্তে পারবি, বোধ হয় তোর মত অতি অল্প মেয়েই চিন্তে পারবে।

অনীতা। তবে তুমি বলছ না কেন ?

ভবানী। তাইত বল্লাম—বলি বলি করেও বলতে পারি না, কোনখান থেকে সুরু করবো—তাই ভাবতে আমার সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই দেখ্ না, আজ সঞ্জীবকে একটা উত্তর দিতে আস্‌ছিলুম, সবাই উপস্থিত আছে বলে, কিন্তু পাশের ঘরে আস্‌তেই ঐ অশোক ছেলেটির—

অনীতা। তুমি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলে নাকি ?

ভবানী। আড়াল থেকে শোনাটা বোধ হয় অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু—

অনীতা। বারে, আমি তাই বলেছি বুঝি। আমি কোন কাজ তোমার অমতে করেছি—যে তুমি তাই বলছ।

ভবানী। করনি বলেইত আমার বিশ্বাস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাইতো আজ অন্য মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনা করা যায়না মা।

অনীতা। কি বলছিলে, বলনা বাবা—

ভবানী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই অশোক, ওর কথা শুনে আমি এ ঘরে আসতেই পারলুম না। ওর সামনে আসতে আমার সাহস হলনা।

অনীতা। তুমি কি বলছ ?

ভবানী। আমি ঠিকই বলছি রে। সঞ্জীব উচ্চশিক্ষিত বলেই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু অশোকের আজ কথা শুনে, আমার বিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে গেল,

অনীতা। কি কথা বাবা !

ভবানী। শুনবি ?

অনীতা। বলনা বাবা।

ভবানী। দেখ্, সরো এদিকে আছে কি না, ও আবার তোকে চৌকি দিয়ে বেড়ায়, পাছে তোকে কোন কথা বলি।

অনীতা। না না, পিসিমা এখন আসবেন না, আহ্নিকে বসেছেন।

ভবানী। জানিস্ জমিদারদের ছেলে এলো কলকাতায় উচ্চ শিক্ষার জন্যে, শিক্ষা তার যত না হোক, তার দ্বিগুণ পৈত্রিক সম্পত্তি ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো—

অনীতা। কেন ?

ভবানী। ওই কেনর উত্তরই ত আজো ঠিক করে উঠতে পারলুম না। এই ঘরে তখন ক্লাব বল, Society বল সব—

(নেপথ্যে 'ভিতরে আসতে পারি কি?')

অনীতা। কে ? আসুন না।

(লেডী মুখার্জ্জির প্রবেশ)

অনীতা। আপনি কে ?

লেডি। তুমি চিনতে পারবে না। উনি চিনবেন, আমি লেডি মুখার্জ্জি।

অনীতা। বসুন বসুন (কেদারা নির্দ্দেশ করিল)

লেডি। দেখুন মিঃ রায়, আমি ছেলের মুখে কথা শুনে, আজ আপনার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি নাকি আমার ছেলের সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন ?

ভবানী। আমি !

লেডি। হ্যাঁ আপনি, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আপনার এ সাহস কি করে হোল ?

ভবানী। আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না লেডি মুখার্জ্জি—

লেডি। এখন ত ভনিতা করবেন, আপনি আপনার status

ভুলে যান। আজ বিশ বছর ধরেও কি বুঝতে পারলেন না, আমাদের societyতে আপনি অচল।

ভবানী। অনি, তুমি একটু ভিতরে যাওতো মা।

লেডি। এখানেই আমাদের সঙ্গে আপনাদের তফাৎ, যার সম্বন্ধে কথা—সে থাকবে আড়ালে। তুমি যেওনা দাঁড়াও।

ভবানী। তোমাকে বড় উত্তেজিত দেখছি রমলা।

লেডি। আমার নাম আপনার মুখে শুনলে আমি disgrace বোধ করি। নিজের উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনি যে একেবারে অজ্ঞ—সেটা বোধ হয়, আজ আর আপনাকে বোঝাতে হবে না—কারণ তার নিদর্শন—

ভবানী। (বাধা দিয়া) লেডি মুখার্জ্জি।

লেডি। তা জানি সে সাহসটুকুও নেই। থাকলে বোধ হয় এ সহরে থাকতেও সাহস করতেন না—আর সারা জীবন আফশোষও করতেন না।

ভবানী। আফশোষ, তাত করি না লেডি মুখার্জ্জি

লেডী। সেইটেই আপনার বিশেষত্ব। মনে পড়ে? একদিন এই ঘরেই আমার কাছে propose করতে—নমিতা কি রকম অপমান করে দিয়েছিল।

ভবানী। লেডি মুখার্জ্জি—

লেডি। তখন বহু সম্পত্তির মালিক হঠাৎ হয়ে পড়েছিলেন কিনা, কই নমিতাকে ত রাখতে পারেন নি। Societyতে

মিশতে গেলে শুধু অর্থ হলে চলে না। সঙ্গে সঙ্গে এঁদোপচা মনের প্রবৃত্তিগুলোরও সংস্কার দরকার।

ভবানী। তার হিসেব নিকেশ আমি বহুদিন আগেই চুকিয়ে দিয়েছি, লেডি মুখার্জ্জি।

লেডি! তা জানি, সেদিন রাত্রিতে যখন স্বামীত্বের দাবী নিয়ে নমিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তার জবাব সে ঠিকই দিয়েছিল, যার চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত আপনার কপালে আছে।

ভবানী। (অস্থিরভাবে) লেডি মুখার্জ্জি।

লেডি। আমি আর কিছু করতে চাই না—আমি শুধু বলতে চাই, আমার ছেলের পথ থেকে আপনার এই মেয়েটিকে সরিয়ে নিন।

অনীতা। দেখুন লেডি মুখার্জ্জি, আপনাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা না বুঝতে পারলেও—আমি বলছি, আপনার ছেলের পথে আমি কোনদিন যাইনি, আর যাবোও না, এবং আপনার ছেলের কোনদিন সাহসও হবে না আমার পথে আসতে।

ভবানী। ওঃ, সরো, সরো—

লেডি। হ্যাঁ, grapes are sour, ও কথা মিঃ রায় অনেকবার বলেছেন।

ভবানী। সরো, সরো।

অনীতা। কি বাবা (ভবানী নিজ বক্ষে অনিতাকে ধারণ করিলেন)

ভবানী। কিছু না, কিছু না, সরো—

(নেপথ্যে 'যাই দাদা,' সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। তুমি আবার এঘরে এসেছ কেন, কি হয়েছে দাদা—

ভবানী। আমায় শুইয়ে দে, শুইয়ে দে, আমার শরীর কেমন কচ্ছে।

অনীতা। আচ্ছা, লেডি মুখার্জ্জি আপনি এখন আসতে পারেন।

সরো। না, না বস্থন, না—আমি ওঁকে শুইয়ে দিয়েই আসছি।

(ভবানীবাবুকে ধরিয়া প্রস্থানোদ্যত)

লেডি। Societyতে মিশবার যোগ্যতা তোমার নেই, তা বোধ হয় জানো না ?

অনীতা। বাবার পরিচিতা বলে, অপমানিতা না হয়ে যেতে পারছেন। আর society মানে আপনি কি বোঝাতে চান তা আপনি নিজেই জানেন না—তা আপনাকে আর কি প্রশ্ন করব, আপনি যেতে পারেন।

লেডি। বটে,—আমি লেডি মুখার্জ্জি, আমি জানি না Society, আর তুমি জান, একটা—

(ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব সহকারে বেগে প্রস্থান।)

ভবানী। সরো, সরো, এখানে শুইয়ে দে—শুইয়ে দে।

(ভূমির উপরে শুইয়া পড়িলেন।)

সরো। দাদা,—

অনীতা। বাবা, ডাক্তারকে খবর দেবো, হরি-হরি—

(হরির প্রবেশ)

অনীতা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি

(হরির প্রস্থান)

বাবা, কি রকম বোধ হচ্ছে। একি? তোমার গা যে দেখছি খুব গরম।

ভবানী। কি জানি,—কি জানি মা—কি হচ্ছে, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সরো, সরো দেখ, সমস্ত ঘুরছে—ঠিক যেন একটা—

সরো। দাদা, ও দাদা, কি বলছ বল না।

ভবানী। আমাকে চেপে ধর, চেপে ধর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ষ্টেজের আভ্যন্তরীন অংশ। দেওয়ালে কালো কালো ছোট বোর্ড ঝুলছে, কোনটায় Exit—কোনটায় Entrance কোনটায় বা To dressing "Room"। কোনটায় বা 'Dont smoke' ইত্যাদি লেখা আছে। একটি চেয়ারে বসে চৌধুরী পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছেন, সঞ্জীব অস্থিরভাবে পায়চারী করছে।]

সঞ্জীব। দেখছেন মিঃ চৌধুরী, Public এর মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্তু অনিটা এখনো এলো না।

চৌধুরী। আপনি দেখছি নার্ভাস হয়ে গেছেন, গলাটা ভিজিয়ে নিন।

[পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের করে সঞ্জীবের হাতে দিল]

সঞ্জীব। (পানীয় ঢালিয়া) না না নার্ভাস হব কেন, কিন্তু সময়তো আর বেশী নেই,—একেবারে Hopeless,—এই যে কবি, কি খবর।

(কবির প্রবেশ)

কবি। সে গান ছুটো।

চৌধুরী। Dame it।

কবি। বলেন কি, পাঁচটি পদাবলী থেকে বেছে বেছে লাইন নিয়ে নিজের করে লিখেছি—পড়ব শুনবেন ?

সঞ্জীব। আর শুনে করব কি, অনিটা এখনো আসেনি।

কবি। দেবী এখনো আসেন নি ?

সঞ্জীব। আর দেবী—এদিকে মান সম্ভ্রম সব যায়, এই যে—

কবি। তাহলে দেবী এলেন (পশ্চাৎ হইতে ড্রাইভারের প্রবেশ) ওঃ ড্রাইভার

ড্রাইভার। জী হুজুর।

চৌধুরি। মিসিবাবা নেই আয়া ?

ড্রাইভার। জী নেই।

সঞ্জীব। কাহে ?

ড্রাইভার। কেয়াজানে—এহিঠো দিয়া (পত্রদান)

চৌধুরি। (পত্রপাঠ) যাইতে পারিব না—Excuse me.

সঞ্জীব। বলেন কি ?

কবি। কি সম্বোধন করেছেন ?

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার সম্বোধন, মিঃ চৌধুরী আর একবার ড্রাইভারটাকে পাঠান না—

চৌধুরী। ড্রাইভার ফিন জানে হোগা

ড্রাইভার। সায়েব সাড়ে পাঁচ হোগিয়া, আবি তো চিৎপুর যানেকো বাত থা।

চেধুরী। ওঃ Really sorry Mr. Mukherjee. আমি already engage করে রেখেছি, গাড়ীখানা আজ ৫॥ টার সময় মাধুরী রাওকে দোব।

সঞ্জীব। তা Half an hour late হলে আর কি হয়েছে ?

চৌধুরী। Excuse me Mr. Mukherjee, আপনার show না হলে যতটা ক্ষতি হবে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে কিনা।

(নেপথ্যে 'সঞ্জীববাবু কই, সঞ্জীববাবু' বলিতে বলিতে মিঃ মল্লিকের প্রবেশ)

মল্লিক। এই যে সঞ্জীব বাবু, আরে মশাই ওদিকে কি ভীষণ গোলমাল আমি থামাতে পারলাম না। আপনি বরং যান কিংবা এই মিঃ চৌধুরীকে পাঠান—সাহেব-ঘেষা লোক, ওঁরা থামাতে পারেন।

সঞ্জীব। তা আপনি করবেন কি ?

মিঃ মল্লিক। কেন, আমি Stage manage করব।

চৌধুরী। Nonsense।

মল্লিক। কি, কি বল্লেন—

চৌধুরী। Driver।

মল্লিক। কি ড্রাইভারকে দিয়ে মারবেন নাকি! দেখুন মিঃ মুখার্জ্জি—

চৌধুরী। চিৎপুর মে যাও।　　　　(ড্রাইভারের প্রস্থান)

মল্লিক। (সঞ্জীবের প্রতি) মশাই এই সব লোকদের নিয়ে show করা যায় না, আপনি যান, আমি Stage manage করবোখন।

সঞ্জীব। আর ষ্টেজ ম্যানেজার হতে হবে না। অনিটা আসবে না।

মল্লিক। মিস্ রায় আসবেন না? তাহলে উপায়—

সঞ্জীব। উপায় আর কি, Showটা তো করতে হবে—যখন টিকিট সেল করা হয়েছে।

চৌধুরী। Certainly।

মল্লিক। তাতো বুঝলুম, কিন্তু লোক সামলাবেন কি দিয়ে?

কবি। তাহলে আমার গানের কি হবে সঞ্জীব বাবু?

সঞ্জীব। আরে রেখে দাও তোমার গান, যেন গান শোনবার জন্যে অত লোক জড়ো হয়েছে।

(অসমাপ্ত সাজ সজ্জায় সাজ্জিত জনেকা স্ত্রী আর্টিষ্টের প্রবেশ)

স্ত্রী আঃ। এই যে আপনারা সব এখানে আছেন, এই কি Dress, এতে কি নাচা যায় মশায়, এতে রান্না করা চলে।

মল্লিক। যান যান, এরই ভাড়া দিতে পারা যায় না—

স্ত্রী আঃ। ভাড়া কি আপনারা পকেট থেকে দিচ্ছেন, Charity show করছেন—

মল্লিক। তা Charity show কি আপনার dress ভাড়ার জন্যে?

সঞ্জীব। থামুন ত আপনারা, কবি তুমি Dresserদের কাছে যাও ত (স্ত্রী আঃ প্রতি) আপনি এর সঙ্গে যান।

কবি। তাহলে গান দুখানা একে দিয়ে রিহার্সেল দিয়ে রাখবো ?

সঞ্জীব। গান হবেনা।

(কবি ও আর্টিষ্টের প্রস্থান .

চৌধুরী। Disgusting

মল্লিক। আরে মশায় এদিকেত ছটা বাজে, আর ত মোটে ৪৫ মিঃ সময় ;

সঞ্জীব তাইত, দিনত চৌধুরী শিশিটা একবার।

মল্লিক। ওসব করলে কি মশায় আর Show হবে, খামোখাই আমার কতকগুলো টাকা গেল আর সময় যাচ্ছে, এতক্ষণ বাজারে থাকলে—

সঞ্জীব। আরে মশাই বাজার দেখাচ্ছেন, আপনি করেন ত Blackmarketing

মল্লিক : তা Blackই হোক আর redই হোক, marketing করতে হয়ত।

(জনৈক শেঠজীর প্রবেশ)

শেঠজী। এ সঞ্জীববাবু হামার এক হাজার রূপেয়া দে দেও ভাই, হামি চলা যাই।

চৌধুরী। Who are you ?

শেঠ। আরে রাখুন মশায়, সঞ্জীববাবু এ কিয়া তামাসা, হামি একঘণ্টা gate পর দাঁড়ায়ে আছি, হাপনার সে বিবি কাঁহা ?

চৌধুরী। Is he a mad man ?

মল্লিক। মোটেই নয়। টাকার হিসেব যখন দিচ্ছে—তখন ও বাদে আর সবাই mad।

সঞ্জীব। কি করি বলুন শেঠজী সে রায় আসবে না।

শেঠ তা খেল সুরু হবে না, দোসরা লেড়কি নেহি হ্যায়ত হামার রূপেয়া দে দেও ভাই।

(লেডী মুখার্জি ও রেবেকার প্রবেশ)

এত ছু লেড়কী আ গিয়া।

লেঃ মু। Nuisence, সঞ্জীব তোমাদের সে অনিতা আসবে না, ওর বদলে একে ধরে নিয়ে এলাম, তাই কি আসতে চায়, তিন চার জায়গায় এনগেজমেণ্ট, কত করে বুঝিয়ে—তবে নিয়ে এসেছি।

সঞ্জীব। এঁকেত চিনতে পারলাম না।

লেঃ মু। সে কি, তুমি আমাদের রেবেকাকে চেননা, আচ্ছা পরিচয় করিয়ে দেই। রেবেকা এই আমার the only Son সম্প্রতি বিলাত থেকে এসেছে Barএ ওর নাম শীঘ্রই শুনতে পাবে। (সঞ্জীবের প্রতি) আমাদের সেই Reverend Mondal ছিলেন না, এ তাঁরই মেয়ে

(উভয়ে নমস্কার করিল)

মিঃ চৌধুরী। Cheer you Mukherjee, তবে drop তোলা যাক।

লেঃ মু। নিশ্চয়ই ও একাই Manage করে দেবে—ওর ক্ষমতা অসাধারণ।

রেবেকা। বাড়িয়ে বলবেন না। আচ্ছা—ওঁরা এত বড় একটা Function করছেন, তা Charity করতে গেলেন কেন?

চৌধুরী। To help the poor

লেঃ মু। রেবেকা আবার Charity Functionএ নাচে না কিনা, ওত তোমাদের অনীতার মতন নয়—Societyতে ওর Position আছে—

শেঠ। সঞ্জীববাবু হামার—

সঞ্জীব। (বাধা দিয়া) সব ঠিক হবে—আপনি বাইরে গিয়ে বস্থন।

শেঠ। ঠিক আছেত হামি যাচ্ছি (পিছনে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

চৌধুরী। Mr. Mukherjee তবেত problem solve হয়ে গেল, আপনাকে many thanks Mrs. Mukherjee.

লেঃ মু। Excuse me—আমাকে Lady Mukherjee বলবেন, Societyতে আমি ওই নামে পরিচিত। আচ্ছা এখন আবার রেবেকাকে dress করে নিতে হবেত তার বন্দোবস্ত করে দাও সঞ্জীব।

সঞ্জীব। নিশ্চয়ই, আস্থন আমার সঙ্গে, হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী আপনি ওদিকে drop তোলার বন্দোবস্ত করুন, আর মিঃ মল্লিক, আপনি Gate keeperদের বলে আস্থন, মিস, রায়ের নামে যে সব special card আসবে, তাতে যেন কাউকেও না allow করা হয়।

লেঃ মু। আরে ছিঃ ছিঃ। Societyতে যার পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই তার নামেও তোমরা কার্ড ছেড়েছ! তার মা বটে Societyর star কিন্তু ওই গেঁয়ো ভূতের হাতে পড়ে দিন

কতকের জন্য ছোড় খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিভা ছিল শীঘ্রই Film star হয়ে গেল। এখন একজন I. C. S. officerএর সঙ্গে Holly woodএ বেড়াতে গেছে।

মিঃ মল্লিক। কে বলুনত ?

লেঃ মু। সে কি জানেন না, বেগম আমিনাকে চেনেন না ?

মিঃ মলিক। বেগম আমিনা !—

চৌধুরী। Oh I see—Begum আমিনার মেয়ে হচ্ছেন Miss Roy, a great mystry

সঞ্জীব। ভালই হয়েছে।

চৌধুরী. Certainly, Miss Mondal has solved the situation.

সঞ্জীব। আচ্ছা আমি এখন dresserদের কাছে যাই, আপনাদের যা বললুম তাই করবেন কিন্তু, আচ্ছা আসুন Miss Mondal

(সঞ্জীব, রেবেকা ও লেডি মুখার্জ্জির প্রস্থান)

মল্লিক। ব্যাপারটা বুঝলেন মিঃ চৌধুরী, যত রুক্ষ কাজের বেলায় আমরা।

চৌধুরী। You are right

মল্লিক। আরে মশায়, দু মণ চালে আধ মণ পাথর মিশিয়ে আড়াই মণ করে বিক্রি করছি, আমাদের উপর চালাকি।

চৌধুরী। Funny, পরিচয় ওর সঙ্গে করিয়ে দিলেন, as if we are no body.

মল্লিক। কি বলবো বলুন, এ কয়দিন ওদের পাল্লায় পড়ে কিছু

টাকা ত গেল, আর শিক্ষাও বেশ হলো। দরকার নেই মশাই আপনাদের ও Society, আমাদের চালের আড়ৎ বজায় থাক। ওরকম ঢের Society গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।

চৌধুরী। Right—আপনি তাহলে এখন চল্লেন নাকি?

মল্লিক। তা না ত কি, ওই gate keeperদের বলে ঐ খান থেকে বাড়ী মুখো, আপনি থাকতে চানতো থাকুন।

চৌধুরী। No. No. আমিও dropটা তুলে দেবার বন্দোবস্ত করে দিয়েই চলে যাবো, আমার Miss Raoর সঙ্গে engagement।

মল্লিক। আমার চালের কারবারে এরকম engagement থাকলে আমি ছয় মাসেই তালুক কিনে নিতে পারব।

(প্রস্থান)

চৌধুরী। Silly, a fat rat. (পকেট হইতে শিশি বাহির করিতে করিতে প্রস্থান)

(অপরদিক হতে অলকা ও গীতার প্রবেশ)

অলকা। দেখলে গীতাদি বিবেচনা। যেই অনীতা এলোনা অমনি তার অখ্যাতি, এক ক্রীশ্চানের মেয়ে, এখন তার কত গুণগান করা হচ্ছে।

গীতা। চুপ, কোথায় কে শুনে ফেলবে।

অলকা। ফেল্লেই বা, হক কথা বলবো-তাতে আবার ভয় কিসের? এখন আবার Programme পালটানো হচ্ছে, কেন আমরা কি ঘাস কাটতে এসেছি?

গীতা। টাকা দিয়েছে বুঝলি না।

অলকা। টাকা দেবেনাত কি? আমরা কি ওদের খানা বাড়ীর প্রজা।

গীতা। তা তুই এত চটছিস কেন?

অলকা। দেখলেনা আমরা রয়েছি green room এ, আমাদের বলা হল আপনারা একটু বাইরে যান- Miss Mondal মেক আপ নেবেন—আরে গেল যা, আমাদের dress করতে হবে না বলে দাও আমরা বসে থাকি।

(শেঠজীর প্রবেশ)

শেঠ। সঞ্জীব বাবু—

গীতা। সঞ্জীব বাবু ভেতরে আছেন।

শেঠ। তা থাকেন হাপনারাত আছেন, হাপনারা সঞ্জীব বাবুর ইয়ার বক্সি লোক হাপনাদের বলি—শোনেন

অলকা। (গীতার প্রতি) আরে কি বলে গীতাদি —

গীতা। (অলকার প্রতি) চুপ কর না, কি বলে শুনি, বলুন শেঠজি।

শেঠজি। হাঁ, সঞ্জীব বাবু হামার পাশ থেকে এক হাজার রূপেয়া লিয়ে এল – টীকেট বেচে হামার রূপেয়া দেবে. ক্যায়সে দেবে বিচার করুন।

অলকা। ও এতক্ষণে বুঝলাম।

গীতা। কি বুঝলি?

অলকা। ওই যে মণ্ডলকে নেকলেস উপহার দেওয়া হল, তা এ শেঠজীর টাকায় কেনা। অনীতাকে দেবে বলে বোধ হয় কিনেছিল, এখন অনীতা এলোনা, তা মণ্ডলকেই দিয়ে দিল।

গীতা। তা তোর এত ভাববার কি আছে

অলকা। ভাববার নেইত কি, আমাদের contract এর টাকা দেবে কোত্থেকে। তাইত বলি বেচে কিনে কোন রকমে লেখাপড়া শিখে এখন Barrack বাড়ীতে উঠেছে, সে আবার এক কথায় খুসী হয়ে জড়োয়ার নেকলেস উপহার দেয় কেমন করে!

শেঠজী। তা হামি এখন কি করবো?

গীতা। তা আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই করবেন, ওই ওর মা Lady mukherjee আসছেন ওকে বলুন।

Lady Mukherjeeর প্রবেশ

লেডি। আরে তোমরা এখানে বসে আছ, যাও যাও, এই রেবেকার একখানা dance হয়ে গেলে বোধ হয় অলকা তোমার dance। এই মেড়োটা কে গীতা?

শেঠ। আমি শেঠজী আছে মুখাজ্জী—

লেডি। লেডি মুখাজ্জী বলবে, বুঝলে শেঠজী।

শেঠজী। সে হামি বুঝেছি। লেকেন, হাপনার লেড়কা হামার এক হাজার রূপেয়া লিয়েছে।

লেডি। তাতে কি হয়েছে, ও কালকেই দিয়ে দেবে।

শেঠ। সেইত হামি পুছছি—সে দিয়ে দেবে, না হামি পুলিশে যাবে।

লেডী। (ভীত ভাবে) আরে নানা শেঠজী, আসুন আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

শেঠজী। (হাসিয়া) সেত ঠিক আছে, হাপনি ঠিক করিয়ে দিলে হামি কিছু করবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

অলকা। ওমা, দেখলে গীতাদি—বুড়ো হয়েছেন এখনও Flirt করে বেড়ান ছিঃ ছিঃ—

গীতা। চল, চল, ওদিকে আবার [illegible] করে নিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সঞ্জীব ও নৃত্য সাজে সজ্জিতা রেবেকার প্রবেশ)

রেবেকা। মিঃ মুখার্জ্জী আপনার কিন্তু নেকলেশটা আমি ফেরৎ দেব না।

সঞ্জীব। না, না, ওটা তোমার জন্যই মা কিনে রেখেছিল

রেবেকা। সত্যি আপনার মায়ের তুলনা হয় না, কিন্তু আপনি কি drink করেছেন নাকি ?

সঞ্জীব। আজ যেন একটু বেশীই হয়ে গেছে, এখানেই বসে থাকি, তোমারত এখন dance নেই, তুমি একটু বোস না

(কবির প্রবেশ)

এই যে কবি, কি রকম রেবেকা নাচলো বলতো—

কবি। সে বলবেন না সঞ্জীব বাবু, ওঁর তুলনা হয় না। শুনলেন

না. তারা কি রকম করতালি দিয়ে ওঁকে অভিনন্দন করলে। আচ্ছা সঞ্জীব বাবু, গান দুখানা ওঁকে দিয়ে গাইয়ে দিলে হয় না।

সঞ্জীব। আচ্ছা সে হবেখন—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি বাইরে চায়ের order দিয়ে আসুন ত।

কবি। মিস্ মণ্ডলও খাবেন ত?

রেবেকা। আপনি যদি বিবেচনা করেন আমি খেলে আপনাদের বেশী খরচ হবে, তাহলে বলবেন না।

সঞ্জীব। না না, উনিও খাবেন

কবি। নিশ্চয়ই, খরচ আর এমন কি, দরকার হয় সে আমি নিজেই দিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

রেবেকা। আচ্ছা সঞ্জীব বাবু, আপনার ticket সেলে এর উপর আমাকে commission দেবেন ত? আমিত এসে আপনাদের function এর Prestige রাখলুম।

সঞ্জীব। Commission কেন, সমস্ত টাকাই তোমায় দেব।

রেবেকা। আর charity fund এ।

সঞ্জীব। (হাসিয়া) সে Nil—সব খরচ দেখিয়ে দেব।

(শিশি মুখে ধরিলেন)

৩য় দৃশ্য

ভবানী রায়ের বাড়ী।

ডাক্তার, অনীতা, ভবানীপ্রসাদ ও সরোজিনী।

পাশাপাশি দুখানা ঘর, মাঝখানে Screen দেওয়া। একটা ঘরে শয্যায় শায়িত ভবানীরায়।

ডাক্তার। এখন আপনার কেমন বোধ হচ্ছে, মিঃ রায়।

ভবানী। কিসের কেমন—

ডাক্তার। এই আপনার শরীর।

ভবানী। বেশ—ভালই আছি।

ডাক্তার। তাহলে এখন আমি আসি। (সরোজিনীর প্রতি) আপনি একবার আমার সঙ্গে ওঘরে আসবেন।

সরো। আমি,—আচ্ছা চলুন।

(পাশ্বকক্ষে সরোজিনী ডাক্তারকে অনুসরণ করিল)

ডাক্তার। দেখুন হঠাত একটা Shock পেয়ে ওঁর এরকম অবস্থা হয়েছিল। এখন ওঁকে ভালভাবে Nursing না করতে পারলে ওঁর মাথার গোলমাল হতে পারে।

সরো। বলেন কি?

ডাক্তার। তা যে হবেই—এমন কোন কথা নেই। তবে কি জানেন—সাবধানের মার নেই, আর দেখুন, ওঁর সকল কথায় সায় দিয়ে যাবেন, অন্য কোন কথা ওঁর মনে করিয়ে দেবেন না।

সরো। আপনি যদি আর খানিকক্ষণ দয়াকরে বসে যান, তা হলে বড় ভাল হয়।

ডাক্তার। তা আমি এখানে খানিকক্ষণ বসে আছি, তবে কি জানেন—আমাদের যা কাজ—

সরো। তা ঠিক-তা ঠিক। মেয়েছেলে একটুতে ভয় পেয়ে যাই!

ভবানী। (পার্শ্বকক্ষে) সরো, সরো—

সরো। ওই ডাকছে, আপনি এখানে একটু বসুন আমি আসছি

(পার্শ্ব কক্ষে প্রস্থান)

ভবানী। সরো—

সরো। দাদা—

ভবানী। সরো, তোর কি আহ্নিক হয়ে গেছে?

সরো। হ্যাঁ দাদা।

ভবানী। হ্যাঁ দাদা, কখন হলো? তুই আজকাল কি হয়েছিস, নমিতা করবে অত্যাচার তোর উপর—আর আমি চুপ করে সয়ে যাব?

সরো। দাদা—

ভবানী। দাদা, মনে করেছিস আমি টের পাই না। আমাকে লুকোতে চাস, হলি কি?

সরো। তুমি একটু ঘুমোও না।

ভবানী। না, আজ কিছুতেই ঘুমোব না, আজ একটা বিহিত করব। এতদূর আস্পর্দ্ধা (দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন)

অনীতা। (ভবানীকে ধরিয়া) বাবা তোমার শরীর খারাপ, শুয়ে পড়।

ভবানী। না না সরো, তুই কিছু বুঝিস্ না।

অনীতা। ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার। (পার্শ্বকক্ষ হইতে আসিতে আসিতে) সেই mixtureটা এক দাগ খাইয়ে দিন।

সরো। (শিশি হইতে ঔষধ লইয়া) দাদা, এই ওষুধ টুকু খেয়ে ফেলত।

ভবানী। (উপবেশন করিয়া) ওষুধ—দে—

ডাক্তার। বড্ড mental trouble ছিল কি আগে?

অনীতা। তা ছিল।

ডাক্তার। (পরীক্ষান্তে) আমি পাশের ঘরে আছি, একটু পরে একটা Injection দিতে হবে, এখন ওই ওষুধটা খাইয়ে দিন।

(পার্শ্বকক্ষে প্রস্থান। ভৃত্যের সহিত অশোকের প্রবেশ।)

ডাক্তার। আরে অশোক যে, কি বন্ধু তুমি যে বড় aristocratic এর বাড়ীতে, তোমার যে একটা জাতঃক্রোধ ছিল—

অশোক। কেন বাড়িয়ে বলছ, তবে ঘটনা চক্রে পড়ে আস্‌তে হয়েছে।

ডাক্তার। কি রকম?

অশোক। এঁদের একটা Charity function ছিল এবং আমাকে একখানা কার্ডও দিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা কোন কাজেই এলোনা।

ডাক্তার। কেন ?

অশোক। কি জানি এ কার্ডে প্রবেশ নিষেধ, তাই Card ওঁকে ফেরৎ দিতে এলাম। যাহোক এখন তোমার খবর কি—

ডাক্তার। আমারত চেহারাই মালুম হচ্ছে ভাই, এখানে Patient

অনীতার প্রবেশ)

অনিতা। অশোক বাবু।

অশোক। নমস্কার, দেখুন আপনার Card টা ফেরৎ দিতে এলুম, এটা যখন -

অনিতা। (হাত হইতে Card লইয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) এটা দয়া করে বয়ে না এনে, রাস্তায় ফেলে দিতে পারতেন।

অশোক। দেখুন, আপনি বোধ হয় মনে করছেন যে, আপনাকে অপমান করবার জন্য এসেছি, কিন্তু আমার সে ধারণাই ছিল না, এই পথ দিয়েই ফিরছিলুম—

ডাক্তার। দেখুন মিস্ রায়, কাকেও যে অশোক অপমান করতে পারে, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ওকে আমি ভাল রকমই চিনি।

অনীতা। বাঃ, অশোক বাবুর ত দেখছি বন্ধুভাগ্য ভাল, সঞ্জীববাবু—

অশোক। (বাধাদিয়া) মাফ করবেন, আপনার বাবার এরকম অবস্থা জানলে—

অনীতা। আপনি অবস্থা জেনে শুনে পরিচিতদের বাড়ী যান নাকি ?

ডাক্তার। না না, ও দোষ ওকে কেউ দিতে পারে না।

অশোক। বন্ধু কিনা, একটু বাড়িয়ে বলছে।

অনীতা। ভালইত, আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।

ডাক্তার। ভাল কথা, অশোক তোমার মা কেমন আছেন?

অশোক। ভাল আছেন ভাই, আচ্ছা মিস্ রায়ঃআমি এখন চল্লুম।

ডাক্তার। একটু দাঁড়াও আমিও যাবো, এই একটা injection করে (যন্ত্রপাতি বাহির করিল।)

(পার্শ্বকক্ষে)

ভবানী। সরো ওই যে অশোক ছেলেটা এদের দলে কি করে এলো বলত?

সরো। কে দাদা?

ভবানী! দেখিসনি, ও! যদি দেখতিস সরো, কিন্তু কেন এলো বল্‌ত!

সরো। এখন তুমি একটু ঘুমোও না।

ভবানী। হ্যাঁ, একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু সরো ঘুম আসছে না।

সরো। কি কষ্ট হচ্ছে দাদা?

ভবানী। কষ্ট যে কি—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, অনি গেল কোথায় সরো।

সরো। অনীতা—

অনীতা। (অপর কক্ষ হইতে) এই যে পিসিমা—

ভবানী। কোথায় গিয়েছিলি মা ?

অনীতা। কোথাও যাইনিত বাবা।

ভবানী। কোথাও যাস্‌নি মা, এইখানটা বসে আমাকে একখানা গান শোনাতে পারিস ?

অনীতা। কি গান গাইবো বল—

(পার্শ্বকক্ষে)

ডাক্তার। Caseটা Serious

অশোক। তবে তোমার ত দেরী হবে—আমি একটু আগে যাই।

ডাক্তার। আরে এতদিন পরে দেখা হলো। এখন থাকা হয় কোথায়—নিশ্চয়ই মেসে নয় ?

অশোক। না ভাই, আজকাল আমায় বাড়ীতে থাকতে হয় একদিন চল না—

ডাক্তার। গেলেই হোল তাতে আর কি।

অশোক। তাহলে এখন আসি ভাই।

ডাক্তার। বিশেষ দরকার থাকে যাও।

(অশোকের প্রস্থান)

(পার্শ্ব কক্ষে)

সরো। মা অনি, দাদা যখন বলছে—

ভবানী। তোর যা ভাল লাগে মা তাই গা।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। গান বুঝি আপনার খুব প্রিয়, মিঃ রায়—

ভবানী। কে—ওঃ ডাক্তার—

অনীতা। অশোক বাবু চলে গেছেন নাকি ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, সে চলে গেছে। মিঃ রায়, আপনাকে এবার একটা injection—

ভবানী। অশোক এসেছিল নাকি ? সরো সেই ছেলেটি। ডাক্তার ডাকো ডাকো, সেই ছেলেটিকে ডাকো। আঃ ডাক্তার, তোমার Syringe ফেলে দাও, আগে ছেলেটাকে ডাকো ডাকো—

ডাক্তার। সেত চলে গেছে। আর সে এসে আপনার কি করবে বলুন ?

ভবানী। কি বলছ ডাক্তার! সে এসে কি করবে, সেইত দেখবে—সেইত আমায় দেখবে ডাক্তার।

ডাক্তার। অশোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি ?

ভবানী। পরিচয়,—ডাক্তার তার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে পরিচয়। সরো ডাক্তার বলে কি—

ডাক্তার। মিঃ রায়

ভবানী। (অট্ট হাস্যে) সরো ডাক্তার উন্মাদ হয়েছে—ডাক্তার উন্মাদ হয়েছে।

সরো। দাদা – দাদা—

অনীতা। ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার। যা ভয় করছিলুম, একবার আপনাদের চাকরটাকে আমার Dyspensary তে পাঠান। (প্রেস্কৃপসন্ লিখিল।)

অনীতা। বাবা, বাবা—

ভবানী। তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন, তুই কাঁদছিস কেন, যে যাবার সে যাক্ না। তোর ভয় কি ? কত লোকইত মরে যায়। মনে করবো মরে গেছে, তোর কান্না কিসের, আমিত রয়েছি।

ডাক্তার। (পরীক্ষান্তে) আগের ওষুধ একদাগ খাইয়ে দিন, এখন injection করব না (পার্শ্ব কক্ষে প্রস্থান)

সরো। (ঔষধ লইয়া) দাদা ওষুধটা খেয়ে ফেলত—

ভবানী। তোকে বলে দিচ্ছি সরো—যে গেল তার জন্য আমার বাড়ীর দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হল, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ভুল বুঝতে পেরেছি ওঃ—

সরো। দাদা, দাদা—

ভবানী। (আচ্ছন্ন ভাবে) এঁ্যা

সরো। ওষুধটা খাওত—

ভবানী। ওষুধ—দে—(সরোজিনী ওষুধ ঢালিয়া দিলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ছোট একতালা বাটী, সম্মুখে কাঁচা রাস্তা, রোয়াকে বসে
অশোক, নীচে চারি পার্শ্বে গ্রামবাসীগণ।

কার্ত্তিক। তা আমরা কি করব দা'ঠাকুর—

অশোক। আজকের এই দুর্য্যোগের দিনে তোরাইত করবি—

হোসেন। তা বাবু তাদের বল্লে, তারা শোনেনা। তারা বলে—গাঁয়ে না খেয়ে মরার চেয়ে, বাইরে গেলে তবু দুটো খেতে পাবো—

অশোক। সেইটে তাদের বোঝাতে হবে, সহরে গেলে তাদের চিনবে কে?

হোসেন। তা বাবু তারা বলে, সহরে কত বড় নোক আছে, তারা কি দুমুঠো খেতে দেবে না।

অশোক। তারাইত খেতে দেবে না। এই খানে থেকেই যদি তোরা খেতে না পাস্ তা সহরে গেলে পাবি কোত্থেকে, তুমি বল না হোসেন।

হোসেন। তা দেখ বাবু, এমন দুয্যগত আমার জীবনে ঘটেনি, সে একবার কতকাল আগে হয়েছিল, সেত আমি দেখিনি।

অশোক। তাহলেও আজ তোমাকে বলতে হবে, এ গাঁয়ে আজ তুমি সকলের চেয়ে বয়সে বড়, তোমার কথা আজ সবাই শুনবে।

হোসেন। তা আমার কথা শোনে কই, আমিত আর তোমাদের মত ন্যাকাপড়া জানিনি।

অশোক। সত্যিকারের লেখাপড়া আমরাই কি শিখেছি হোসেন! তা যদি শিখতুম্ তাহলে আমাদের দশা কি এরকম হতো ?

কাত্তিক। তা দা'ঠাকুর তাদের আটকে রেখে আমরা খেতেই বা দিই কি!

অশোক। কাত্তিক, যখন অবস্থা আজ আমাদের একরকম দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের যা জুটবে তাই যদি সবাই ভাগকরে খাই, তাহলে কাউকে উপোস করতে হবে না।

ভোলা। আমাদের আর দুদিন পরে জুটবেনা দা'ঠাকুর।

অশোক। তুই আগে থেকে কি হবে না হবে ভাবছিস্ কেন ? যেটা হচ্ছে সেটা বিবেচনা কর্।

কার্ত্তিক। তা যদি বল্লে দা'ঠাকুর, তবে আমিও বলি। আমাদেরও ছেলে মেয়ে আছে ; ওই ধান বিক্রি করে অন্য খরচা করতে হয়।

অশোক। এখন ধান বিক্রি আর হবে না।

কার্ত্তিক। তা বল্লে কি করে হয়।

অশোক। কেন হবেনা কার্ত্তিক, এইযে এত ছেলে মেয়ে দলে দলে সহরের দিকে ছুটছে, তারাওত তোরই ছেলে মেয়ের মতন—

কার্ত্তিক। তা জেলাশুদ্ধ লোকদের কার্ত্তিক খাওয়াবে ?

অশোক। তাতো বলছিনা, আমাদের গ্রামে যাদের ঘরে ধান চাল আছে, তারা যদি গ্রামের লোকদের একবেলা করেও

খেতে দেয়, তাহলে কেহই নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে যায় না।

ভোলা। ধান যে জোর করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে দা'ঠাকুর।

হোসেন। ওকথার কোন মানে হোল! আমার জিনিষ, আমি যদি বিক্রি না করি।

অশোক। ঠিক কথা, হোসেন ঠিক কথা বলেছে।

কাৰ্ত্তিক। হোসেন ঠিক বলবেনা কেন দা'ঠাকুর, দরকার পড়লে ওর পাঁচ জোয়ান ব্যাটা লাঠি ধরবে।

অশোক। দরকার পড়লে তোদের হয়েও ধরবে। তোরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ভাবিস্ তাহলে দেখ্ বি হোসেনের ছেলেরা যেমন নিজেদের জন্য ভাবে তেমনি তোদের জন্যেও ভাববে।

ভোলা। এই যে মধোকে এত করে বোঝালেন দা'ঠাকুর, কই মধোত তার ধান বিক্রি করলে, শুন্‌লো না।

অশোক। বেশ—মধু শুন্‌লোনা বলে, তোরাও যদি না শুনিস্, তাহলে কি করে চলে বল? সবাই মিলে যদি অবুঝ্ হোস্, তাহলে সবাই মরবে কেউ বাঁচবে না।

হোসেন। তা বাবু ঠিকই বলেছে—

কাৰ্ত্তিক। তা তুমি তোমার ধান দিচ্ছনা কেন?

হোসেন। আমি কি দেব না বলেছি, এই যে বাবুরা ধান কিনবে বলে তোদের বাড়ীতে ঘুর্ ঘুর্ করছে—কই আমার দ্বারের সামনে যেতে পেরেছে?

ভোলা। এরপর কেড়ে নিয়ে যাবে।

কার্ত্তিক। তবে বোঝ কেন বিক্রি করবো বল্‌ছি। এত কষ্ট করে ফসল বানালুম তা ভোগ করতে পারব না, জোর করে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বাবা বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

অশোক। গ্রামের লোকদের এ সময়ে ভাগ দিবিনা, অর্দ্ধেক লোক না খেয়ে মরবে, আর অর্দ্ধেকের ঘরে ধান মজুদ্ থাকবে সেইটাই বা কি রকম হ'ল বল !

কার্ত্তিক। এদিকে আবার জমিদারের তাগিদ, কোনদিক্ সাম্‌লাই বল ?

হোসেন। সে একটা কথা, তার কি করা যায় বল বাবু ?

অশোক। এই রকম এক জোট হয়ে চল একদিন জমিদারের বাড়ী, আমাদের অবস্থা তাঁদের বলি। তাতে নিশ্চয় এক-বৎসরের খাজনা মকুব্ করবে।

ভোলা। তা যদি না করে—

অশোক। আবার ভোলা সেই রকম বলছিস্ ? কি করবে না করবে, আগে থাকতে কি বলা যায়। আগে ঘর সাম্‌লা তবেত পর সামলাবি।

(জনৈকা গ্রাম্য বালিকার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

বালিকা। দা'বাবুগো আমার মায়ের সে রকম অসুক সুরু হয়েছে—ভেদ বমি.

অশোক। বলিস্ কিরে ? আবার ওপাড়ায় সুরু হয়েছে। অরুণ ও অরুণ—

[নেপথ্যে "অশোকদা"]

একবার ন পাড়ায় যাও ঔষধের বাক্স নিয়ে। খুকি তুই কিছু খেয়েছিস ?

বালিকা। না গো, আমার মা বড় কষ্ট পাচ্ছে দা'বাবু !

অশোক। তোর মা ভাল হয়ে যাবে।

(কাত্যায়নীর প্রবেশ)

কাত্যায়নী। কে কাঁদেরে অশোক—

অশোক। এই দেখনা মা, আবার নপাড়ায় কলেরা আরম্ভ হয়েছে।

কাত্যায়নী। আহা কার হয়েছেরে, খুকি তোর মায়ের হয়েছে বুঝি ? কাঁদিস্নি বাছা ভাল হয়ে যাবে।

অশোক। ওকে কিছু খেতে দাও না মা ও কিছু খায়নি বল্ছে, খালি পেটে ওর মায়ের কাছে থাকবে।

কাত্যায়নী। আহা বাছারে, তাই মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, আয় আমার সঙ্গে।

বালিকা। আমার বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।

কাত্যায়নী। সব সেরে যাবে মা তুই আয় আমার সঙ্গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অশোক। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাচ্ছে, এর মূলেও আমরা—

কার্ত্তিক। রোগ হচ্ছে তাতে—

অশোক। [বাধাদিয়া] সেওত অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে। এখনও সময় আছে, যদি নিজেদের বাঁচাতে চাস্ তাহলে ধান চাল বিক্রি-করা বন্ধ করে দে।

হোসেন। বাবু সবাই যদি তোমার মত হোত তাহলে কি এরকমটা হোত?

অশোক। কেন হোসেন আমিত এমন কিছু নই, মানুষের কাজত মানুষ করে তোলা।

[মধুর প্রবেশ]

মধু। প্রণাম হই দা'ঠাকুর।

অশোক। মধু, আজ তোমার প্রণাম নেবার যোগ্যতা নেই,—

মধু। সেকি দা'ঠাকুর, আপনাকে প্রণাম করবোনাত প্রণাম করবো কাকে?

অশোক। তোমায় সবাই বারণ করলে যে তুমি ধান বিক্রি করোনা, আর তুমি—

মধু। সে আর দুঃখের কথা বলে কি হবে! পাড়াত দেখলেন উজাড় হয়ে যেতে লাগলো – যারা ছিল তারাও পালাল।

অশোক। ওদের যেতে দিলে কেন মধু?

মধু। বাঃ তারা থাকে কোথায়।

অশোক। কেন, আমরা এগাঁয়ে এত লোক রয়েছি আর তাদের থাকবার জায়গা হতোনা?

মধু। সে আর বলবেন না, কত করে বুঝোলাম, ওরে গাঁ ছেড়ে

যাস্‌নি। তা কি তারা শোনে, কোথেকে বুঝি জানতে পেরেছে সহরে সব খেতে দিচ্ছে, থাকবার যায়গা দিচ্ছে, আবার রোজ খরচের জন্যে পয়সা দিচ্ছে।

অশোক। সে কথা তুমিই তাদের বলেছ, নাহলে তারা শুনবে কোথেকে? এইযে যারা এখানে বসে আছে, তারা যা পারছে, আর তুমি ওদের চেয়ে লেখাপড়া শিখেও তা পারলে না!

মধু। এই দেখুন, শুধু শুধু আমায় দুষছেন। কেউ যখন থাকতে চাইলে না, তখন মনে করলুম, আমি একা এত ধান আর কি করবো—

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, তা আবার দরও দিচ্ছে—

মধু। দেখ্ কেতো যা জানিস্‌না তা নিয়ে ফুট্ কাটিস্ না, আমি মর্‌ছি নিজের জ্বালায়—

কার্ত্তিক। হক্ কথা বলবো তা আবার ফুট্ কাটা কি হলো?

মধু। হলনা, লোকটাকে কি আগে আমি চিনতুম? তুইত নিয়ে এসেছিলি।

কার্ত্তিক। আমি? মিথ্যে কথা বলোনা জিব্ খসে যাবে ওপরে একজনা দেখছে।

মধু। কি যতবড় মুখ না ততবড় কথা—

অশোক। আহা তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে, তাহলেত আর কোন উপায়ই থাকেনা।

মধু। দেখুন দা' ঠাকুর আমি কি অন্যায় কথা বলেছি।

অশোক। আচ্ছা আমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাইছি মধু।

মধু। আরে রাম, রাম, দা'ঠাকুর করেন কি, এতে যে পাপ হবে। ওটা একটা মুক্ষু, আর আমি আজ বিশ বছর ধরে কোর্টে মুহুরীগিরি করে খাচ্ছি ওর কথায় কি রাগ করতে পারি।

অশোক। তবে শোন মধু, পাপ যাতে আর না বাড়ে তার বন্দোবস্ত করো। যা বিক্রি করেছ, করেছ, আর করোনা। তোমার এ পাপ শুধু তোমাকে লাগবেনা সমস্ত গ্রামে লাগবে।

মধু। আচ্ছা দা'ঠাকুর আপনার কথা কি ঠেলতে পারি! আর কেতোর সঙ্গে ঝগড়া, কিছুনা, কিছুনা আয় কেতো আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে কথা আছে।

কার্ত্তিক। (হাসিয়া) বটেইত, ঝগড়া আবার হ'ল কখন, চল দাদা।

(উভয়ের প্রস্থান)

অশোক। দেখছো হোসেন এদের বোঝাতে যাও বুঝবে কাজ করবেনা।

হোসেন। সেত দেখছি বাবু। এ গাঁয়েত তুমি নোতুন এয়েছো, এর আগে ছেলেবেলায় দেখেছি—তোমার নানা তখন বেঁচে, কি বোল্‌বোলা আর আজ শেয়াল কুকুরে মানুষকে খাচ্ছে। আমরা কি আর মানুষ আছি বাবু—

অশোক। সেটাত আমাদেরই দোষ।

হোসেন। বুঝেও আমরা বুঝিনা—

(মিঃ মল্লিকের প্রবেশ)

মল্লিক। আরে কেও অশোক বাবু না? আপনি এখানে,— আমায় চিনতে পারছেনত, আমি মল্লিক -

অশোক। চিনতে পেরেছি বৈকি। তা আপনি এখানে—

মল্লিক। এই দেখুন, আমার business। আপনিও লেগে গেছেন দেখতে পাচ্ছি—বেশ করেছেন। এইত সময়, এসময়ে business করবেন নাত আর কোন সময়ে করবেন। তা বেশ, এখন কেমন চলছে ?

অশোক। (হাসিয়া) মন্দ নয়।

মল্লিক। কেন মন্দই বা হবে। আমরা কোত্থেকে এসে সামলাচ্ছি আর আপনি এখানে থাকেন। তা এটা আপনার বাড়ী নাকি ?

অশোক। না, এটা আমার মামার বাড়ী।

মল্লিক। তা বেশ, বেশ; কি রকম Stock করলেন, বেশী দাম দেবেন না। Controlled Price না ছাই Price, controlled Price এ কিনবো controlled Price এ বিক্রি করবো তাহলে লাভ আর কি থাকে মশায় !

অশোক। তাত বটেই।

মল্লিক। হ্যাঁ, ওদিকের খবর কিছুই রাখেননা বোধ হয় ? আর রাখবেন বা কি করে, এখন আপনি পাকা Business-man হয়ে গেছেন, ওদিকে যে মিঃ রায় উন্মাদ হয়ে গেছেন।

অশোক। বলেন কি ?

মল্লিক! বলাবলি আর কি, অত বড় একটা নাচুনী মেয়ে ঘরে রাখলে অনেক বাপই পাগল হয়ে যায় মশাই; আমি একটু একটু খবর রাখি কিনা। সেই যে—যিনি খুব মোটর গাড়ী দেখাতেন, তিনিও আমার সঙ্গে ভিড়ে গেছেন, তার কাছ থেকেই শোনা,—তারা সব সাহেব ঘেঁসা—আর সুপারিশও আছে।

অশোক। এদিকে এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

মল্লিক। এখন কি আর দিক ঠিক আছে দাদা, শুধু ধান চাল কেনা ব্যাস্। আপনাদের এদিকে ধানটা বেশী হ'য়েছে কিনা. তাই এদিকে একটু বেশী যাতায়াত করতে হচ্ছে।

অশোক। তা এদিক পানে নেক্ নজর নাইবা দিলেন মল্লিক-মশায়।

মল্লিক। তা আপনার business এর দিক থেকে ও প্রশ্নটা উঠতে পারে, তা বেশ এক কাজ করুন না এক সঙ্গেই নেমে পড়ি।

অশোক। মাপ করবেন মিঃ মল্লিক, আপনার ব্যবসা আর আমার ব্যবসা একটু তফাৎ আছে।

মল্লিক। তার মানে ?

অশোক। মানে অতি সরল, আপনি ধান চাল খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে চান, আর আমি চাই যাতে তা—না বিক্রয় হয়।

মল্লিক। বলেন কি মশায়, তাই meeting করছেন নাকি ?

খবরদার, খবরদার, অমন কাজ করবেন না। আরে মশায়, দুটো ছোট লোক মরে তা মরুক, তাতে আর এমন কি ক্ষতি হোল ? আপনি বন্ধুলোক, আপনাকে সাবধান করে দিলুম, জানেন্ কি রকম সব কড়া হুকুম—হুঁ বাবা।

(হোসেন ও ভোলার দিকে তাকাইল)

অশোক। মিঃ মল্লিক, আপনি ছোটলোক বলতে কাদের বোঝেন জানিনা, কিন্তু আমি বুঝি তারা যা আমরাও তাই।

মল্লিক। তা আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন. এখন দেখছি সঞ্জীববাবু যা বলেছিলেন তা ঠিক। আপনার ওত ছোট লোক নিয়েই কারবার।

হোসেন। আরে বাবু কেবল ছোটনোক বলছ কেনে ? এইত আমার গায়ে কোন খানটায় ছোটনোক নেখা আছে। জামা কাপড় পড়লেই ভদ্দরনোক হয়না—ভদ্দর নোক তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে,—পার ধূলি নাও।

মল্লিক। অশোক বাবু, আবার গুণ্ডা পুষ ছেন নাকি, বেশ্ বেশ্ আচ্ছা আমি আসি। [ত্রস্তভাবে প্রস্থান]

অশোক। তুমি খামোকা আবার চটে উঠলে কেন হোসেন, তোমার চটা উচিৎ হয়নি।

হোসেন। তা বাবু ও কেবলি ছোটনোক ছোটনোক বলছে কাঁহাতক বরদাস্ত করি বল ?

অশোক। লোককে ছোটলোক বললেই, ছোট করা যায়না হোসেন।

(হাঁফাতে হাপাতে কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কার্ত্তিক। দা'ঠাকুর রক্ষে করুন—

অশোক। কি হয়েছে রে ?

কার্ত্তিক। মধু শালা পরামর্শ করে ঠিক করেছে যে আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি কিনে নেবে, বলে বিক্রি যদি না করিস্, তাহলে তোর গোলায় আগুণ ধরিয়ে দেব।

অশোক। কেন মধুত এই মাত্র বলে গেল—সে আর ধান বিক্রি করবেনা। আর ঘরে আগুন দেবার কথাই বা বলে কি করে !

হোসেন। তুমি নোতুন এয়োছো বাবু তুমিই দেখ। আমি সবাইকে চিনি, তাই মুখটা বন্ধ করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি।

অশোক। না হোসেন চুপ করেই বা থাকা যায় কি করে! এরকম যদি করে আমাদেরও ত প্রতিবাদ করতে হবে। ভোলা, তুই একবার যাত নপাড়ায়, এখনো অরুণ ফিরল না কেন ?

(ভোলার প্রস্থান)

কার্ত্তিক। এখন বলুন দা'ঠাকুর কি করি ? যদি সত্যি সত্যি আগুন দেয়—

হোসেন। দেয়—মোদের জান আছেত। জান কবুল দিয়ে তার জবাব দেবো।

অশোক। ওরা কি ক'রে বলে তা আমি ভেবে উঠতে পারি না।

গ্রামবাসী যখন একমুঠো ভাতের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে তখন—ওদের ব্যবহার কি করে এ রকম হোতে পারে, ওরা কি মানুষ নয়?

হোসেন। তাহলে এ দুর্যুগে মানুষ মানুষের ঘরে আগুন দিতে পারে? যা তুই ভাবিস্‌নে দাদা, আমরা কয় বাপ বেটায় আস্‌বোখণ, এখন যাই বাবু বেলা গড়িয়ে গেল।

অশোক। আচ্ছা, এখন যাও হোসেন।

(হোসেনের প্রস্থান)

কার্ত্তিক। দেখুনত দা'ঠাকুর কি ফাঁপড়ে পড়া গেল।

অশোক। আচ্ছা আয়্‌ত একবার মাকে বলে দেখি, এদিকে ওরাও ফিরে এলো না।

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

—ভবানীবায়ের বাটী—

দেওয়ালে ভবানীরায়ের বড় অয়েলপেন্টিং, দুই পাশে দুটী বড় কাঁচের আলমারী. কয়েকটি চেয়ার ও আরাম কেদারা।

অনীতা। আচ্ছা পিসীমা তুমিত এতদিন কিছুই বলনি?

সরোজিনী। এই দেখ মেয়ের কথা!—তোকে আবার কি বল্‌বোরে

অনিতা। কেন, এগুলো আমার জানা উচিৎ নয়?

সরো। জেনে তুই কি করতিস্‌ মা, যা হয়েগেছে তারত চারা নেই।

অনীতা। আমি বুঝতে পারিনা পিসীমা—মাঁ তার সন্তানকে কি করে ফেলে যায়! আর তোমরাই বা আমাকে এমন করে মানুষ করলে কেন!

সরো। মানুষ কি কিছু করতে পারে মা, যিনি করবার মালিক তিনিই করিয়েছেন। নইলে দেখ্ না আমি ছিলুম কাশীতে; তোর মায়ের অসুখ করলো, দাদার তার পেয়ে আমি এখানে হাজির হলুম। এখন ভাবি আমার না আসাই ভাল ছিল।

অনীতা। জন্মে পর্য্যন্ত মার কথা মনে পড়ে না; তোমার কাছেই মানুষ হলুম, অথচ মার পরিচয় যখন পেলুম তখন লোক সমাজে পরিচয় দেবার মত কিছু রইলনা।

সরো। কেন মা অনি, তোর কোন দুঃখই রাখিনি, তুই যা চেয়েছিস, তাই দেবার চেষ্টা করেছি।

অনীতা। সেই জন্যইত আজ মায়ের কথা জেনে জগতের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে হয়। তুমি যদি না আস্‌তে সত্যি ভাল হোত পিসীমা—আমার সুনিশ্চিত মৃত্যু হোত।

সরো। ষাট্ ষাট্ ও কথা বল্‌তে নেই মা, ওতে আমার কষ্ট হয়। পরিচয় কি মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে আসে মা, তুইত এত লেখা পড়া শিখেছিস্ তোর কি একথা বলা সাজে!

অনীতা। আজ মনে হয় বাবার ও রকম অসুখ না হয়ে আমার হলে ভাল হোত।

সরো। তোর যা মুখে আস্‌বে তাই বলবি বাছা।

অনীতা। তুমি বুঝতে পারছনা পিসীমা, আজ আমার বুকের ভেতরটা কি করছে!

সরো। পাগলি মেয়ে, আজ আমি বুঝবনাত, তোর ব্যথা বুঝবে কে?

(হরির প্রবেশ)

হরি। পিসীমা একজন মেয়ে লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সরো। তা নিয়ে আয় না এখানে।

(হরির প্রস্থান ও লেডি মুখার্জির প্রবেশ)

লেডি মুঃ। না বললেও আমি আস্‌তুম্‌।

অনীতা। আপনি আবার কি করতে এসেছেন ?

লেডি মুঃ। এই দেখুন মেয়ের কি রাগ, সেদিন রাগের মাথায় কি বলেছি, তা সে সত্যিইত আমার বানানো কথা নয়, তা বলে ফেলেছি যখন, তখন এমন কি অন্যায় হয়েছে !

অনীতা। সেদিন যে বিষ্‌ ছড়িয়ে ছিলেন, তাইতে যথেষ্ট হয়েছে। আজ আবার নতুন করে কি বিষ্‌ ছড়াতে এসেছেন !

লেডী মুঃ। তুমি যে বড্ড রেগে রয়েছ—তাহলে আমার যে জন্যে আসা তা আর বলা হয় না।

সরো। না, না, আপনি কি জন্যে এসেছেন বলুন, অনি মা একটু চুপ, করে ব'স্‌ উনি এখন অতিথি।

লেডি মুঃ। সেদিন ছেলে ভিখারীদের জন্যে Charity show করলে, অনীতার যাবার কথা গেল না, তাই জন্যে আরও বাজে খরচ হয়ে গেল। ছেলে আমার আইন পড়ে এসেছে, সে বলে, মা, অনীতার নামে কেস্‌ কর্‌বো। আমি বলি, বলিস্‌ কি রে, হাজার হোক্‌ সে নমিতার মেয়ে। সে

বলে, বোঝ না মা—ওর life history কাগজে কাগজে ছেপে দেবো তখন দেখ্‌বে মজা। আমি যত তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি সে কি তা বোঝে। কি করি তখনি হাজার টাকা ধার করে তবে সেদিন তার মান বাঁচাই।

অনীতা। আপনার আইনজ্ঞ ছেলেকে বলবেন, তিনি যা পারেন—তা করেন যেন। তার হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ আমি করতে যাবো না।

সরো। অনি তুই একটু বস্‌না বাছা, তা সত্যি যখন হাজার টাকা ধার নিয়েছে তখন আমাদের দিতে হবে বৈকি, তোরও ত যাবার কথা ছিল, হঠাৎ বাপের অসুখ করলো বলে যাস্‌নি।

লেডি মৃং। বুঝুন, আপনি বুঝুন। এটা মেয়ে বুঝ্‌ছে না, হাজার হোক্ সেত আমার ছোট ছেলে নয় যে ভুলিয়ে রাখ্‌বো। সে Bar-at-law হয়ে এসেছে, যদি কাগজে ছেপে দেয়, তাহলে কি হবে!

অনীতা। দেয়ত কিছু হবে না। আপনার ছেলেকে বলবেন যে সত্যকে স্বীকার করতে আমি ভয় পাই না। টাকা আপনাকে দেওয়া হবেনা, আপনি যেতে পারেন।

সরো। আমি যখন কথা বলছি—তুই একটা কথাও বল্‌বি না অনি, এতে আমাকে অপমান করা হয় জানিস্?

অনীতা। পিসীমা!

সরো। হ্যাঁ, তুই দাদার কাছে যা।

অনীতা। বেশ। (প্রস্থান

লেডি মুঃ। বুদ্ধি এখনও কাঁচা কিনা, তাই ওরকম বল্‌ছে—তা আমি বুঝি।

সরো। বুদ্ধি ওর কাঁচা মোটেই নয়। ওর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি খুব অল্পই দেখেছি। যাক্ আপনার হাজার টাকা ওটা আমাদের দেয়—তা বসুন আমি এনে দিচ্ছি (প্রস্থান)

লেডি মুঃ। মেয়েটা ফাঁসিয়ে দিয়ে ছিল আর কি! ওটা গেঁয়ো কিনা ভড়্‌কে গেল। যা হোক্ আমার কাজ সিদ্ধ হলেই হল।

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। এইনিন, আর দেখুন—ও যখন পছন্দ করে না আপনার আসা, তখন দয়া করে আর আসবেন না—বুঝলেন।

লেডি মুঃ। (নোট্ গণণা করিতে করিতে) তার মানে?

সরো। তার মানে দয়া করে আপনি আর আসবেন না।

লেডি মুঃ। ওঃ—আচ্ছা চল্লুম, কিন্তু মনে রাখবেন আমার জন্যে আসিনি। (প্রস্থান)

(অপরদিক্ দিয়া মিঃ রায় ও ডাক্তারের প্রবেশ।)

ভবানী। সরো ডাক্তার বলে কি, ওর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে

(ডাক্তার সরোজিনীকে ইসারা করিল)

সরো। দাদা এখন ফল খাবে?

ভবানী। তা খাবনা কেন। কিন্তু এ ডাক্তারের হাত থেকে আমাকে রেহাই দিতে পারিস্?

ডাক্তার। এইত বেশ গল্প করছিলেন, কই আপনাকেত কোন ওষুধ খাবার জন্যে disturb করিনি।

(সরোর প্রতি) আপনি যান ওঁর ফল নিয়ে আসুন

(সরোর প্রস্থান)

ভবানী। তুমি উত্তর দিতে পার কই ডাক্তার। আমি তোমায় প্রশ্ন করি আর তুমি হাস, কেন আমি কি পাগল!

ডাক্তার। না, না, তা কেন হতে যাবেন।

ভবানী। তবে ডাক্তার বল, রায়বংশের কুল প্রদীপ যার বাপ মা ত্রিসন্ধ্যা না করে জলগ্রহণ করেনি তার এ অবনতি হল কি করে?

ডাক্তার। কেন হল?

ভবানী। এই কেনর উত্তর আমি দিতে পারি না, তুমি দিতে পারবে না, তবে তুমি কিসের ডাক্তার।

ডাক্তার। যা জানি না তা কি করে বলব বলুন?

ভবানী। তুমি হাস্‌ছ ডাক্তার, এদিকেত উত্তর দিতে পার না। হুঁ কতকগুলো রোগের বেসিলির নাম মুখস্থ করেছো বইত নয়। কিন্তু মানুষরূপী বেসিলি প্রতিদিন মানবতার ভিত্তি ধ্বংস করছে তার কি ওষুধ বার করতে পেরেছে! হুঁ, ছোট ছোট কতকগুলো insect এর নাম জানো, এই যে এত বড় একটা insect—

ডাক্তার। আপনি বলেন কি?

ভবানী। চমকিয়ে যাচ্ছ ডাক্তার—চমকিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু আমি

চমকাই না, আমি নিজে জানি সভ্যতার নামে কি রকম বর্ব্বরতা, শিক্ষার নামে কি রকম অজ্ঞতা স্থানে স্থানে চোলাই হচ্ছে, মদ যেমন চোলাই হয়।

ডাক্তার। দেখুন, আমি এসব কি ক'রে জানবো।

ভবানী। কি করে জানবে, জানবার চেষ্টাও ত করো না। ডাক্তার কেতাব আমিও পড়েছি, ভাল ছেলে ব'লে আমারও খ্যাতি ছিল। তখন যে রকম সুরে বলতুম,—'Lend thy hands to these dark steps a little farther on'; এখন তা আর বলতে পারি না। এখন বলতে গেলে গলা কাঁপে ডাক্তার।

ডাক্তার। আচ্ছা, এবার চুপ করুন। কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল?

ভবানী। ঘুম, ওসব বালাই আমার নেই ডাক্তার, তবে মজাও খুব হয়।

ডাক্তার। কি রকম?

ভবানী। তোমায় বলি আর তুমি হাস!

ডাক্তার। বলুন না, হাসবো কেন!

ভবানী। হাস্‌বে না—হাস্‌তেই হবে! তোমাদের যে হাস্‌বার বয়স ডাক্তার, ওরকম বয়সে আমিও হেসেছি। হ্যাঁ—একটা ছেলে যে হাস্‌তো খুব কমই, তা—তাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌তুম না, কিন্তু আজ যদি সে এখানে থাক্‌তো, নিশ্চয়ই সে আমায় দেখে হাসতো; এখন তার হাসার সময় কি না!

ডাক্তার। না,—না।

ভবানী। না, তুমি কিছু বোঝ না ডাক্তার। তাকে বলতুম, আয় না

দেবব্রত, সে উত্তরে বলতো, vicious circleএ যাওয়ার চেয়ে অন্ধকার ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকা ভাল।

ডাক্তার। তিনি বুঝি আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌তে চাইতেন না?

ভবানী। না মিশ্‌তো বই কি, কিন্তু line of demarcation রেখে চল্‌তো। এই ঘরে ডাক্তার, এই ঘরে—যেদিন দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, ভবানী নরক মানুষেই সৃষ্টি করে,—ফল পাবার দিন মানুষ ভগবানের নামে দোষ চাপায়। ওঃ কত বড় কথা সেদিন সে বলেছিল। কিন্তু আমরা সেদিন তাকে উপহাস করেছিলাম।

ডাক্তার। তিনি এখন কোথায়?

ভবানী। তা জানি না ডাক্তার—তবে জান্‌বার সাহস নেই—আমরা কেবল তাকে বল্‌তুম গেঁয়োভূত দেশে যা সেখানে তোকে মানাবে।

ডাক্তার। তাঁর দেশ কোথায়?

ভবানী। এই নিকটেই গোবিন্দপুরে—

ডাক্তার। গোবিন্দপুরে, তা আমাদের অশোকের বাড়ীও গোবিন্দপুরে।

ভবানী। ডাক্তার, অশোকের বাড়ী গোবিন্দপুরে—ঠিক, ঠিক ডাক্তার, তুমি ঠিক বলছো, আমিও ঠিক ধরেছি তা, দেবব্রত অশোক হয়ে এসেছে—আমাকে দেখে হাসতে—আমাকে দেখে উঃ—

অনীতা। (পাত্রহস্তে প্রবেশ করিতে করিতে) ফল এনেছি।

ভবানী। কে, বেরিয়ে যাও-বেরিয়ে যাও—

অনীতা। আমি ?

ভবানী। হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি- তোমাকেও গুলি করবো আমাকেও গুলি করবো,-হরি হরি আমার বন্দুকটা—

ডাক্তার। মিঃ রায় কর্‌ছেন্ কি ?

ভবানী। তোমার ও emotion আমিও বুঝি ডাক্তার, আমার বাড়ী থেকে তুমিও বেরিয়ে যাও, just go out হরি—

অনীতা। হাত থেকে পাত্র ফেলিয়া) পিসীমা পিসীম ।

(সরোজিনী ও হরির প্রবেশ)

সরো। কি হয়েছে দাদা --

ভবানী। সরে যা সরো, মাথায় খুন চেপেছে, রায় বংশের মুখে ছাই পড়েছে কিন্তু—

ডাক্তার। কি বলছেন মিঃ রায়।

ভবানী। তোমাদের সকলকে চিনি তুমি— আমি –

সরো। দাদা কাকে কি বলছো ওযে অনি।

অনীতা। বাবা -- বাবা, তাই কর, আমায় তুমি গুলি কর, তাহলে সব চুকে যায়।

ডাক্তার। (ভবানীকে ধরিয়া) মিঃ রায়, মিঃ রায়—

ভবানী। (স্তম্ভিতের মতন) এঁ্যা, ডাক্তার দেখত আমাকে একটা তোমাব injections করত, না পাগল বুঝি হলুম।

(বসিয়া পড়িলেন)

ডাক্তার। (পরীক্ষান্তে) হরি বরফ নিয়ে আয় (হরির প্রস্থান)

(সরোজ প্রতি) আপনি একটু গরম জল নিয়ে আসুন।

(সরোজিনীর প্রস্থান)

ভবানী। কাঁদিস্‌নি মা কাঁদিস্‌নি।

ডাক্তার। দিনকতক এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যান, তাতে ওঁর পক্ষে ভাল—

ভবানী। তাই যাব ডাক্তার, কিন্তু যেখানে যাবার বাসনা হয় যেতে সাহস হয় না। নাঃ, তবু যাব সেই পৈতৃক বাড়ীতেই যাব, ডাক্তার—ওঃ

তৃতীয় দৃশ্য

লেডি মুখার্জ্জির কক্ষ, জিনিষ পত্র ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। দেওয়ালে একটি নারীর চিত্র। একটি ছোট টেবিল অর্গান—রেবেকা গাহিতেছে। অদূরে পানরত সঞ্জীব।

গীত

মোর হারানো ফাগুন
এলো ফিরে,—
তুমি এলে বলে।
দখিনায় হিয়া বনছায়,
গোপনে বাঁধা—
ফুল-দোলা দোলে॥
কোন ছায়ালোকের পথিক তুমি,
এলে আলো করে মোর বনভূমি :
বিকশি' উঠে মোর কুসুম তনু,
মিলন সুখে—
আঁখি ঘুম ভোলে।

রেবেকা। কই appriciate করলে না ?

সঞ্জীব। It is beyond any appreciation, রেবেকা, তুমি unique.

রেবেকা। কই কিছু present করলে না !

সঞ্জীব। তোমায়ত বলেছি রেবেকা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নেই।

রেবেকা। ও স্রেফ মুখে !

সঞ্জীব। Sincerely বলছি ; চৌধুরীর কাছ থেকে বেশ আদায় করেছো। আজ আমি মায়ের কাছ থেকে আদায় করলেই ব্যস্ ! তারপর তোমার Plan অনুযায়ী—

রেবেকা। Truly speaking কলকাতা আর একদম ভাল লাগেনা, যেরকম ভিখিরীর ভীড় ! এদিকে তোমার Mummy বল্‌ছে যে তুমি Calcutta courtএ বেরুবে, তাহলে আমার বাইরে যাওয়ার Plan.

সঞ্জীব। আরে ছোঃ ; Let her run after the mirage, আমি তোমার Plan মতই বাইরে যাব !

রেবেকা। দেখা যাক্ ! যদি না যাও তখন কিন্তু কিছু বলতে পারবে না ; I will leave you. এখনো Macdonald আমার হাতের Puppet.

সঞ্জীব। শুধু Macdonald, কিন্তু আমি বলছি who not.

রেবেকা। Don't be silly (হাত তুলিল)

সঞ্জীব। ও হাতের চড়ও মিষ্টি রেবেকা ; এক পেগ দেবো ?

রেবেকা। No, No. জান ত আমি রাতে ছাড়া খাই না ; তাও সামান্য।

সঞ্জীব। তবে আমিই তোমার হয়ে খাই।

রেবেকা। আচ্ছা—তবে তুমি কোথায় practice করবে ?

সঞ্জীব। তুমি যে কোর্টে বল্‌বে। আর তাছাড়া যা শিখে এসেছি তা practice না কর্‌লেও চলে।

রেবেকা। বল কি ?

সঞ্জীব। নিশ্চয়ই, বাইরে গিয়ে party organise করবো, ব্যস্‌। তুমি entirely in charge হয়ে থাকবে and I will be at your back and call like a pet dog.

রেবেকা। A good idea darling. Hush, তোমার Mummy আস্‌ছে ; আমি appointed placeএ গিয়ে অপেক্ষা করছি ; don't delay.　　(রেবেকার প্রস্থান)

(লেডী মুখার্জীর প্রবেশ)

সঞ্জীব। মা, কি হ'ল !

লেডি মুঃ। কি আবার হবে ; আমি যখন গেছি, তখন কি আর এমনি আসি ; তবে হ্যাঁ, মেয়েটা খুব চালাক ; ওটা থাকলে—

সঞ্জীব। সত্যি, সত্যি পেয়েছো না bluff দিচ্ছ !

লেডি মুঃ। (ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া) এই দেখ, কতদিকে মাথা ঘামাতে হয়! তুমি যেমন বিলেতে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে একটা মাতাল হয়ে এসেছো।

সঞ্জীব। (হাত থেকে নোট লইয়া) Oh: mother ! তোমার

শক্তির তারিফ না ক'রে পারছি না ; Let me take the dust of your feet.

লেডি মুঃ। থাক্ থাক্ ; খুব হয়েছে। ওগুলো আমাকে দে। যেরকম ছেলে তুমি হয়েছো ! হ্যাঁ ভাল কথা, চৌধুরী টাকা দেবে— সেই টাকাটাই শেঠজীকে দেবো'খন আর এ টাকা ক'টা এখন রেখে দিতে হবে ; যেরকম দিনকাল পড়েছে ! আরে টাকাটা পকেটে রাখছিস্ কেন ?

সঞ্জীব। শেঠজীকে দিতে হবে না ?

লেডি মুঃ। এইত বল্লম্—চৌধুরী এয়েছিল ?

সঞ্জীব। হ্যাঁ এয়েছিল ; তা এত নেশা করেছিল তা আর বলার কথা নয়।

লেডি মুঃ। টাকা আদায়ের ঐত সময়, সেই রকমই ত plan ছিল। তা টাকার কি করলে ? কিছু capital না করে নিতে পারলে Ladyship থাকে না।

সঞ্জীব। খুব থাকবে মা, এখন চল্লুম।

লেডি মুঃ। চল্লি কিরে, টাকা নিয়ে—

সঞ্জীব। Pennyless হয়ে বাড়ী থেকে বেরুনো কি উচিৎ তুমিই বলনা !

লেডী মুঃ। তা যাবি কোথা, এখন দে টাকা দে।

সঞ্জীব। যাওয়ার কি কিছু ঠিক আছে, Delhi, Lahore—কত জায়গা, তা টাকা না হলে চলে ; good bye.

লেডি মুঃ। বলিস্ কি সঞ্জীব, জানিস্ ঘরে কিছু নেই।

সঞ্জীব। Don't worry, government খুব হুঁসিয়ার! controlled shop খুল্‌ছে—লঙ্গরখানা খুল্‌ছে—খাওয়ার কি অভাব; cheer you mummy. (প্রস্থান)

লেডি মুঃ। ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখেছো, মুখের ওপর যা নয় তাই ব'লে গেল; আচ্ছা আসুক্ দেখাচ্ছি! বয়—, গেল কোথায় সব!

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। মেম্ সাহেব!

লেডী মুঃ। কোথায় ছিলে?

বয়। ছোটো মেমসাহেবের জন্যে ট্যাক্‌সি আন্‌তে গিয়েছিলুম।

লেডী মুঃ। তা ছোট মেমসাহেব গেল কোথায়?

বয়। তা জানি না মেমসাহেব; একটা সুট্‌কেশ, একটা বিছানা নিয়ে—

লেডী মুঃ। বলিস্ কিরে; তা সঞ্জীব!

বয়। সাহেবও গেল সাথে।

লেডী মুঃ। সত্যি তাহলে চলে গেল! এঁ্যা তাহলে উপায়!

বয়। ছোট মেমসাহেব বলে গেল, আমার ছু'মাসের তলব্ আপনার কাছ থেকে নিতে।

লেডী মুঃ। এক পয়সা দেবোনা; তুমি ছোট মেমসাহেবের চাকর ছিলে—আমি কিছু জানিনা।

বয়। তা মেম্‌সাহেব আমরা গরীব লোক

লেডী মুঃ। এখন যাও, আর জ্বালাতন করোনা!

(বয়ের প্রস্থান)

আমি এখন মুখ দেখাবো কি করে! সব বিক্রি ক'রে ছেলেকে London পাঠালুম, আর আমার বরাতেই এইরকম!

(বয়ের প্রবেশ)

বয়। মেমসাহেব, একজন দেখা কর্‌তে চান্।

লেডী মুঃ। সেই মেড়ো যদি হয়, বল কেউ বাড়ীতে নেই।

বয়। না মেম্‌সাহেব, এ একটা সাহেব!

লেডি মুঃ। সাহেব, আচ্ছা পাঠিয়ে দাও। (বয়ের প্রস্থান)

বোধ হয় চৌধুরী,—যদি এর কাছে কিছু উপায় না হয়, তাহলে বোধ হয় অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাকে আত্ম-হত্যা কর্‌তে হবে!

(চৌধুরীর প্রবেশ)

চৌধুরী। এই যে Lady mukhergee, good morning.

লেডি মুঃ। আর লজ্জা দিওনা বাবা।

চৌধুরী। What's the matter! টাকা তো আমি Miss. Mandalএর হাতে দিয়ে দিয়েছি।

লেডী মুঃ তারা আজ সকালেই দু'জনে চলে গেল; আমার যা কিছুই ছিল তা সব নিয়ে গেছে; আমি এখন popper.

চৌধুরী। How funny!

লেডী মুঃ। Mondal যায় যাক্, ও ত যেতই, কিন্তু সঞ্জীব গেল কি ব'লে?

চৌধুরী। তাইত Lady Mukhergee! You are in a great trouble I see.

লেডি মুঃ। এখন আমি কি করি বাবা চৌধুরী; দুহাতে দেনা করেছে আমার নামে, এখন আমি সে সব পরিশোধ করবো কি করে!

চৌধুরী। Really, I am thinking.

লেডি মুঃ। সত্যি বলতে কি বাবা, আজ আমার ঘরে কিছু নেই, যে খাবো!

চৌধুরী। Is it so! তাহলে আপনার অবস্থা সত্যই diplorable!

লেডি মুঃ। এখন তুমি আমার Last hope

চৌধুরী। I see, কি করতে পারি বলুন! After all you are a lady.

লেডি মুঃ। ও পদ আর চাই না বাবা, এখন আমার এমন অবস্থা, যে Suicide করতে ইচ্ছে করছে!

চৌধুরী। I beseach you, don't do it.

লেডি মুঃ। তাহলে কি—না খেয়ে মরতে হবে?

চৌধুরী। নিশ্চয়ই না,—there is one way out, অবশ্য যদি আপনার মনঃপূত হয়।

লেডি মুঃ। বল বাবা, আমি হাতযোড় করছি!

চৌধুরী। O, no, no, এক কাজ করুন, আপনি Insurance এর agent হয়ে বাইরে বেরিয়ে যান, তাতে এখানকার

Societyর disgraceএর হাত থেকে বাঁচ্‌বেন, আর salary ত পাবেনই।

লেডি মুঃ। সত্যিই তোমায় আর কি বলবো বাবা, তুমি সঞ্জীবের প্রকৃত বন্ধু—তুমিই আমায় বাঁচালে। নইলে লঙ্গরখানার lineএ দাঁড়াতে হতো ; কবে যাবো বাবা ?

চৌধুরী। আজ এখুনি—আমার সঙ্গে আসুন !

লেডি মুঃ। ওঃ ভগবান বাঁচিয়েছেন !

চৌধুরী। (পাইপের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে) Say God.

চতুর্থ দৃশ্য

যাদব ভট্টাচার্য্যের বাটী। অশোক ও কাত্যায়নী লণ্ঠন হাতে দাড়িয়ে আছেন, লোকের অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

অশোক। সত্যি ঘরে আগুণ দিতে পারে এযে কখনও বিশ্বাস হয়নি মা।

কাত্যায়নী। এতে অবিশ্বাসের কি আছে বাবা-মানুষ আজ নিজেকে ভুলতে বসেছে—তাইত আজ মানুষ মানুষের ঘরে আগুণ দিচ্ছে।

অশোক। অরুণকে সমীরের কাছে পাঠিয়েছি সে থাক্‌লে আমি নিজে যেতুম।

কাত্যায়নী। ওরে পাগল, ওদের বোঝার কলই বিকল হয়ে গেছে-না হলে এরকম করতে পারে ?

অশোক। এই এতগুলো লোকের গ্রাস ওরা নষ্ট করলে এ দুর্দ্দিনে কি করে এর ক্ষতি পূরণ হবে!

কাত্যায়নী। সে চিন্তা তুই করতে পারিস্, তোর দুঃখ হচ্ছে—কিন্তু ওদের তা হবেনা।

অশোক। কি করি এখন মা—

কাত্যায়নী। তুই কি কর্‌বি, যিনি কর্‌বার মালিক তিনিই কর্‌বেন, আমরা ত সব নিমিত্তের ভাগী—

অশোক। ওমা শোন, শোন, ওখানে বোধহয় মারামারি আরম্ভ হয়েছে—

কাত্যায়নী। তখন রাগের মাথায় হোসেনকে বলেছিলি, সে ঠিক গিয়ে লাঠি ধরেছে। ওকে তুই চিনিস্ না, আমি ওকে ছোট বেলা থেকে দেখে আস্‌ছি! ও কথা বলে কম, কিন্তু অন্যায় দেখ্‌লে ওর কাণ্ড জ্ঞান থাকেনা।

অশোক। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি একটা কিছু হয়—

কাত্যায়নী। একটুতেই যদি এত ভেঙ্গে পড়িস্ তাহলে এতগুলো লোকের জীবন বাঁচাবি কি করে! তুইত জানিস্ তারা এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে—ব্যাধিতে ভুগে মরবে, তার উপর এবার এই অন্নকষ্ট—

অশোক। (বাধা দিয়া) কিন্তু মা আমার সে রকম অবস্থা কই?

কাত্যায়নী। থাক্‌লেও কি পারা যায়! সহিষ্ণুতা চাই আগে, সেইটিই তুই যদি আগে হারাস্ তাহলে কোন কাজই করতে পারবি না।

(ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। দা'ঠাকুর কাণ্ড বেধে গেছে —

অশোক। কি ব্যাপার—

ভোলা। আগুণ লাগবার পরই লাঠি চল্‌ছে। আঁধারে কার লাঠি কার গায়ে পড়্‌ছে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। আমি ক'দিন ধরে ভুগ্‌ছি—তবুও আমি গিয়েছিনু, কিন্তু ভাল করে ঠাওর করতে না পেরে উই বাগানের ধার দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

অশোক। মা, ভোলা একটু দাঁড়াক্, আমি ঘুরে আসি—

ভোলা। তুমি কুথা যাবে দা'ঠাকুর, ওই লণ্ঠনটা আমায় এক বার দাও দিকিনি মাঠাণ, আমি ঘুরে আসি—

কাত্যায়নী। এইযে তোমার জ্বর হয়েছে বল্লে ভোলা, নাইবা তুমি গেলে ওই যাক্—

ভোলা। বলেন কি মাঠান! দা'ঠাকুর যাবে আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। হলই বা আমার জ্বর, ছোটলোকের ম্যালোরি মা'ঠান জ্বরই নয়, দেন, দেন—আমি যাই—

(আলো লইয়া ভোলার প্রস্থান, কাত্যায়নী আর একটা আলো লইয়া আসিলেন।)

অশোক। এরাও মানুষ মা। কিন্তু কাগজ সেদিন পড়ে শোনালুম —শুনলেত কি রকম লোক মর্‌ছে এক মুঠো ভাতের অভাবে!

কাত্যায়নী। তাহলে বোঝ্—এরা সেই ভাত হাতের মধ্যে পেয়েও রাখতে পারছে না।

অশোক। একি কম্ আপ্‌শোষ্ !

কাত্যায়নী। কিন্তু উপায়ত কিছু কর্ত্তেই হবে বাবা, গ্রাম না বাঁচলে দেশের কথাত উঠতেই পারে না। কিন্তু আজকাল সকলে বলে দেশের কথা, এ ছোটগ্রামের কথা কেউ বলেনা।

(নেপথ্যে "এই আমায় ধর হোসেন—নইলে হাঁটতে পারবি কেন ?" "খুব পারবো কিন্তু বাবুর কাছে নাই বা গেলাম, সরম লাগে।")

অশোক। কারা না কথা কইছে মা ?

কাত্যায়নী। ওরা বোধ হয় কেউ আসছে॥

অশোক। (উচ্চৈঃস্বরে) কে রে ভোলা—

(নেপথ্যে "হ্যাঁ দা'ঠাকুর"। ভোলার স্কন্ধে ভর দিয়া হোসেনের প্রবেশ)

অশোক। কে হোসেন, এ কি ব্যাপার ?

হোসেন। আর শুনবেন্ না বাবু, আমি মান রাখ্‌তে পারলুম না। ইয়া আল্লা—কি বলবো, আমি একা না হলে জানিস্ ভোলা—

অশোক। তোমার ছেলেরা ?

হোসেন। তাদের আনিনি ; তখন মনে করলাম্ এ গাঁয়ে লোক কে আছে যে আমার লাঠির সামনে আসে ! কিন্তু আঁধারে ঠাওর চল্‌ছিলনা, এক ব্যাটা পেছন থেকে মারলে। ব্যাটার জান্ নিয়ে নিতাম্, আঁধারে কোথা উবে গেল, ধর্‌তে পারলাম্ না। তোমার মান রাখতে পারলাম না বাবু, বড় সরম্ লাগ্‌ছে ; এর চেয়ে আমার কবর হওয়া ভাল।

অশোক। এখন আইয়ডিন দিয়ে বেঁধে দিই।

(কাত্যায়নীর প্রস্থান)

হোসেন। ওসব কিছু দিতে হবে না, এই মুছে ফেল্লে আর কিচ্ছুটি থাকবে না।

অশোক। না না, পরে বিষিয়ে যেতে পারে !

হোসেন। ভোলা, বাবু বলে কিরে ? একটু চোট্ লেগেছে, তাতেই এত ডর্ !

ভোলা। না'রে হোসেন, দা'ঠাকুর যা বল্‌ছে, তাই কর্।

হোসেন। তুইও বোকা হলি নাকি রে ভোলা ; কেন তুই দেখিস্‌নি, সেবার যখন মোড়লপাড়ার সঙ্গে বেধে গিয়েছিলো। কি বল্‌বো আজ শুধু খুন দিনু খুন নিয়ে আসতে পারলাম না !

(কাত্যায়নী তুলা ও আইডিন্ প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিলেন)

কাত্যায়নী। অশোক ভাল করে মুছিয়ে, আইডিন্ তুলো দিয়ে বেঁধে দে—

(অশোক মায়ের হাত থেকে সব লইল)

হোসেন। আঃ আল্লা ! মা'ঠান এল আমার খুন দেখে—

ভোলা। মাঠান এনেছেন আর ওজর করিস্‌নি—

হোসেন। ওজর আর কি করিরে ভোলা, মাঠান নিয়ে এয়েছেন্ আর কি কথা বলি। (অশোকের প্রতি) দেন্ বাবু

(মাথা বাড়িয়া দিল, অশোক ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণ—সম্মুখে পূজার দালান, দুই পার্শ্বে তালা বন্ধ ঘর। নেপথ্যে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর স্বর মঞ্চের উপর ভাসিয়া আসিতেছে!

যজ্ঞেশ্বর। না বাঁচতে আর দিলেনা। উদয় অস্ত শোনো---বাবা কিছু খেতে দাও, কিছু খেতে দাও। কেনরে বাপু. বাইরে চলে যানা---সেখানে লঙ্গর খানা খুলেছে, তা গতর নাড়্‌বেনা, ওইযে দেখেছে ধানের বস্তা, চালের বস্তা বাড়ীতে ঢুক্‌ছে। ও রামসিং, রামসিং—

(রামসিংহের প্রবেশ)

কানের মাথা খেয়েছো, কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। আজ আসবার কথা তা করছো কি---

রামসিং। টিস্‌নপর হামার ভেইয়া গেল।

যজ্ঞেশ্বর ভেইয়া গেল তা তুমি কর্‌ছ কি, লোকগুলো যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলোকে তাড়াওনা—

রামসিং। যাতা নেহি---কেত্‌না বল্‌ছি তব্‌ভি নেহি, সব্‌ রোতা হ্যায়—

যজ্ঞেশ্বর। আঃ কি বিপদ, যদি এসে দেখে তোমার নোকরিত যাবেই আমারও যাবে।

রামসিং। ওত ঠিক বাত্‌ আছে—

যজ্ঞেশ্বর। তা বাপধন যম গেট্‌টা বন্ধ করে দাওনা—

রামসিং। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওভি হাম্ বল্‌তা হ্যায়—

(রামসিংহের প্রস্থান)

যজ্ঞেশ্বর। ফাষ্ট্ ট্রেনে নিশ্চয়ই এলোনা, তাহলে এতক্ষণে এসে পড়তো। ততক্ষণ খাতা সামলে নিই, শুন্‌ছি আবার মাথার ঠিক নেই। কি জানি বড় লোকদের ব্যাপার বোঝা দায়!

(হিসাবের খাতায় মনোনিবেশ, মল্লিকের প্রবেশ)

মল্লিক। এই যে যজ্ঞেশ্বর বাবু—

যজ্ঞেশ্বর। (চমকাইয়া) এ্যা কে, ও আপনি নমস্কার।

মল্লিক। নমস্কার, আঁত্‌কে উঠলেন কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আর বল্‌বেন না মশায়, সপরিবারে কর্ত্তারা আস্‌ছেন্—

মল্লিক। সেকি হঠাৎ কলকাতার বাস্ ছেড়ে একেবারে আস্‌ছেন্!

যজ্ঞেশ্বর। এখন মতিগতি কি রকম হবে কে জানে, বিশ্ বছর পরে—

মল্লিক। শুনতে পাচ্ছিতো মাথার গোলমাল হয়েছে, আর—আর এলেই বা কি, বলতে গেলে একরকম আপনিই জমিদার—

যজ্ঞেশ্বর। তা গোবিন্দের ইচ্ছে' জাল ছড়িয়ে ফেলেছি এখন টেনে তুলতে পারলে হয়।

মল্লিক। হ্যাঁ তার পর সেদিন কি হল? আপনাকে বল্লুম্ ডায়েরী করে আসুন

যজ্ঞেশ্বর। সেতো আপনি বলে কল্‌কাতায় গিয়ে উঠ্‌লেন। এদিকে মশায় কেঁচো খুঁড়্‌তে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে

তখন সে সামলাবে কে ? তার চেয়ে যা বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেই ভাল।

মল্লিক। তা আপনার ওই কাত্তিক আর মধু দুটোকেই সরিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে যে আর ফিরে আসবে না সেও নিশ্চিত্।

যজ্ঞেশ্বর। তা সবই গোবিন্দের ইচ্ছে, আমরা আর কি করতে পারি বলুন, তবে ধানকটা আনা গেল না, যে সব ষণ্ডামার্কা লেঠেল।

মল্লিক। পুলিশে খবর দিন না, নিয়ে যাবেখন, আমরা যখন পেলুম না, তখন আর রেখে ফল কি ?

যজ্ঞেশ্বর। মরুক গে, যা গুদামজাত করা হয়েছে তাইত আপনি টাকা দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাচ্ছেন না। একে ঘরেত পচে যাচ্ছে—

মল্লিক। এতদিন ও নিয়ে যেতুম, আপনি দিন দিন দাম চড়িয়ে দিচ্ছেন তা আমার দোষ কি বলুন ?

যজ্ঞেশ্বর। তা দেখতে পাচ্ছেনত কতো কস্রৎ করতে হচ্ছে, তা দাম একটু না চড়ালে পড়্তা পড়ে কই বলুন। 'এখানে রাত্রে থাকতে হয়, ঘুম কি হয় ?

মল্লিক। কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। কেন কি মশাই ! যত লোক না খেয়ে মরছে—ইন্দুর হয়ে জন্মাচ্ছে, কি বিপদ ! আবার তার হাত থেকে নিস্তার পাইত আর এক ঝঞ্ঝাট,—একটার পর একটা মরছে আর

হৈ হৈ করে কাঁদছে মশাই। আবার দেখুন সকাল বেলা থেকে কি উৎপাৎ—কিনা খেতে দাও. আব্‌দারটা বুঝুন্।

মল্লিক। সে আর বল্‌বেন না, আমাদের আর কি কম কষ্ট হচ্ছে, জানেন ফুটপাত দিয়ে আর হাঁট্‌তে পারা যায় না। এই রকম করে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। আর কেবল দেহি দেহি রব, চিঁচি করছে, তা মরছে যেমন জুট্‌ছেও তেমনি। আগে মশাই এত লোক ছিল কোথায় তাই ভাবি।

যজ্ঞেশ্বর। ও সব গোবিন্দের ইচ্ছে বুঝলেন্ না, আজ কিছু দেবেন নাকি?

মল্লিক। দিতে আমি Ready আছি কিন্তু আপনি যে আপনার কোট্ ছাড়্‌ছেন না। এখনও যদি ফেলে রেখে দেন তাহলে দেখবেন সব পচে যাবে। আর তা ছাড়া—আপনার ও ঘরও খালি করে দিতে হবে, না হলে আপনার জমিদারের মেয়ে এসে নাচবে কোথায়?

যজ্ঞেশ্বর। নাচ্‌বে—বলেন কি!

মল্লিক। তা বুঝি জানেন্ না, ওঁর কলকাতায় খুব নাম, ভাল নাচতে পারে বলে।

যজ্ঞেশ্বর। তা নাচেনত গোবিন্দের ইচ্ছে আমরা একটু দেখতে পাবো। সহরের দিকে ত বড় যাওয়া হয় না, কি বলুন?

(অনীতার প্রবেশ)

অনীতা। আপনার নাম যজ্ঞেশ্বর বাবু?

মল্লিক। নমস্কার মিস্ রায় ওঁরই নাম, (যজ্ঞেশ্বর প্রতি) আপনার জমিদারের মেয়ে।

যজ্ঞেশ্বর। আহা দুর্গা প্রতিমা, তা গোবিন্দের ইচ্ছে হবে না কেন?

অনীতা। আপনি এখানে?

মল্লিক। ইনি যে আমার মামাত ভাই হন।

অনীতা। ওঃ দেখুন যজ্ঞেশ্বর বাবু, আপনার এই পিসতুতো ভাইকে আজ থেকে এখানে আসতে মানা করবেন।

মল্লিক। উনি আর বলবেন কেন, আপনি যখন স্বয়ং বল্ছেন মিস্ রায়।

যজ্ঞেশ্বর। বটেইত গোবিন্দের ইচ্ছে তা---

অনীতা। আপনি এখন যেতে পারেন মিঃ মল্লিক।

মল্লিক। তা দাদা এবার থেকে তোমার বাড়ীতেই যাবো নমস্কার মিস্ রায়। (প্রস্থান)

অনীতা। (অনীতা তালা বন্ধ ঘর লক্ষ করিয়া) ঘরগুলো সব পরিষ্কার করে রেখেছেন?

যজ্ঞেশ্বর। তা মা আর বল্তে হবেনা। গোবিন্দের ইচ্ছে আপনাদের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই---এ রাম সিং।

অনীতা। থাক্ আর রামসিংকে ডাকতে হবেনা, সে বাবা আর পিসীমার সঙ্গে আস্ছে।

(অন্দরের দিকে অনীতার প্রস্থান, অপরদিক্ হইতে অশোকের প্রবেশ।)

যজ্ঞেশ্বর। মরেছে,— তুমি আবার এ সময় কি করতে এলে?

অশোক। আমার আসার সময় অসময় দেখে আস্‌তে হবে তা জানা ছিলনা।

যজ্ঞেশ্বর। আর ফচ্‌কেমো করতে হবেনা সরে পড়—

অশোক। আপনি মানুষ ?

যজ্ঞেশ্বর। তবে কি বলে ফেলো, গোবিন্দের ইচ্ছে যত সব—

অশোক। কি করে এতগুলো লোকের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছেন ? আপনাকে এত করে বলা হ'ল যে এবার যে তুঃসময় তাতে খাজনা রেহাই করুন। তা খাজনা রেহাই করা ত তুরের কথা উল্টে তাদের ঘরে যেটুকু ফসল ছিল তাও জোর করে নিয়ে আস্‌ছেন !

যজ্ঞেশ্বর। তা তুমি বলবার কে হে বাপু, যত সব ঝঞ্ঝাট্‌ !

অশোক। আমি তাদের হয়ে এসেছি আপনাকে আবার অনুরোধ কর্‌তে। এখনো গ্রামে যে কয়টী প্রাণী বেঁচে আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখুন, তাদের ঘর থেকে অমন করে বীজ ধান পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে আসবেন না।

যজ্ঞেশ্বর। বল কিহে ছোক্‌রা। কালেক্টারী খাজনা যোগাবো কোত্থেকে হ্যাঁ—

অশোক। এ বছর না হয় জমিদারের তহবিল থেকেই গেল, তবুত এতগুলি জীবন রক্ষা পায়। যা ধান চাল ঘরে রেখেছেন দয়া করে তাদের ভাগ করে দিন্‌।

যজ্ঞেশ্বর। থাক্‌ খুব হয়েছে, জমিদারী কি আমার ? জমিদার

যেরকম বল্‌বেন সেই রকম করতে হবে, গোবিন্দের ইচ্ছে—এবার সরে পড় ।—

অশোক । বলেন্ কি ! আপনার জমিদার এতগুলি লোককে প্রাণে মারতে চান্ ! প্রজা রক্ষা করা যার কর্ত্তব্য তিনি চান প্রজার মৃত্যু । আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এরাই যদি সব মরে যায় তাহলে আস্‌ছে বছরের খাজনা যোগাবে কে, তাকি আপনার জমিদার ভাবেনা ।

যজ্ঞেশ্বর । ঢের হয়েছে, আর সালিশীবোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মত লেক্‌চার দিতে হবেনা সরে পড় ।

(অনীতার প্রবেশ)

অনীতা । একি অশোক বাবু—নমস্কার—

অশোক । ওঃ বুঝলুম, যজ্ঞেশ্বর বাবু আপনি আপনার জমিদারকে জানিয়ে দেবেন, যে শুধু জমী থাকলেই জমীদার হয়না তাতে ফস্‌ল বানাবার জন্য প্রজা বাঁচিয়ে রাখতে হয় ।

(বেগে প্রস্থান)

অনীতা । অশোক বাবু শুনুন্ শুনুন্—অশোক বাবু—

যজ্ঞেশ্বর । যেতে দিন মা, ও আসে আমাকে জমীদারী শেখাতে গোবিন্দ ভরসা

(সরোজিণী ও ভবানীরায়ের প্রবেশ)

ভবানী । কে দৌড়ে গেল না সরো । পেছন্‌টা দেখে মনে হল চিনি কিন্তু ডাকতে সাহস হলনা ।

যজ্ঞেশ্বর । প্রণাম হই—

ভবানী। কে তুমি—ও যজ্ঞেশ্বর না ?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীচরণের দাস। ও যে গেলনা, ও হচ্ছে যাদব ভট্টাচার্য্যের নাতি হুজুর। ওদের দেশের ঘর বাড়ী সব বন্যে ভেসে গেছে, সে জন্যে মাসকতক হল ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রয়েছে।

ভবানী। যাদব—

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ—ওই খামারের ও দিকে যাদব ভট্টাচার্য্যের বাড়ী. তার জামাই দেবব্রত ছিল ও তারই ছেলে।

ভবানী। ওঃ দেবব্রতের ছেলে, ডাকো, ডাকো চলে গেল কেন ?

অনীতা। ডাকতে হবেনা বাবা, অশোক বাবুকে আমি ডেকে ছিলুম, তিনি কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন।

ভবানী। অনি, দেবব্রত বলতো, যেখানে অন্যায় প্রবেশ করে সেখানে নিজের ছায়াটুকুও ফেলবো না,—তাহলে বোঝ ও তারই ছেলে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন যজ্ঞেশ্বর যাও—

যজ্ঞেশ্বর। এইযে যাই হুঁজুর (স্বগত) হুঁ তাহলে যজ্ঞেশ্বর নামই মিছে— (প্রস্থান)

সরোজিনী। তুমি ভিতরে চল দাদা এতটা পথ এলে।

ভবানী। তাই চল্। (যাইতে যাইতে) কিন্তু সরো দেখলি, এ যেন আর সে জায়গা নয়—শ্মশান হয়ে গেছে। কত বছর পরে এলুম, সেই বুঝলুম, কিন্তু বড় দেরীতে।

অনীতা। দেখ বাবা, তোমার গোমস্তাটী তোমার নাম দিয়ে

কোন চক্রান্ত করেছে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুমনা, তবে ও বিষয় নিয়ে অশোক বাবুর সঙ্গে বচসা হচ্ছিলো।

ভবানী। তা হতে পারে, আর হলেও আমি আশ্চার্য্যান্বিত হবনা অনি, আমার মত লোকও যদি থাকে তা ওরা থাকবেনা কেন বল্? আজ যখন দেশ দুঃর্ভিক্ষের হাহাকারে ভরে গেছে, তখন আমি কলকাতা সহরে বসে দেশকে remodel কর্‌বার পথ ধরেছি তা-হলে বোঝ—

(নেপথ্যে) "ছেড়ে দে না বাবা ছেড়ে দে আমি জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমি বিচার চাই")

ভবানী। কে যেন আস্‌তে চাইছে—

অনীতা। রামসিং ওকে ছেড়ে দাও।

(হারু বাগ্‌দীর প্রবেশ)

হারু। (ভবানীরায়ের পদতলে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে) তুমি আমাগো বাপ মা, তুমি এর বিচার কর, এখনও আকাশে চন্দর্ সুয্যি উঠ্‌ছে

অনীতা। তোমার কি হয়েছে বল!

ভবানী। তোকে ত আমি চিন্‌তে পারলুম না—পা ছাড়্ বাবা।

হারাণ। আমি হারাণ, বাগ্‌দীপাড়ায় থাকি। সেখানে সল্‌তেটি জ্বালে এমন প্রাণী আর নাই—এক আমি আর আমার ইস্ত্রি ছিনু।

ভবানী। কেন—ওখানে পঞ্চাশ ঘরের বেশী লোক ছিল।

হারাণ। তা ছেলো হুজুর—এবার ওলাওটায় সব ধুয়ে মুছে নিয়ে

গেছে। তারপর হুজুর যার যা ঘরে ধান চাল ছেলো তা তোমাদের গোমস্তাবাবু সব নিয়ে এসেছে।

ভবানী। কেন ?

হারাণ। বলে জমিদার বাবুর হুকুম, না দিলে পুলিশে দেব। না খেয়ে কত লোক মারা গেল হুজুর কত লোক পালিয়ে গেল, আমি শুধু ছিনু—আমার বরাত মন্দ হুজুর—বিচার কর তুমিই বাপ—

ভবানী। তোর কি হয়েছে বল্।

হারাণ। পরশু রাত থেকে হুজুর আমি ঘর ছাড়া। কালিদার বিলে মাছ ধরা হচ্ছে সেখানে থেকি মাছ আন্‌তি গিয়েছিনু। আজ সকালে এসে দেখি হুজুর আমার ইস্ত্রি নেই—

ভবানী। কেন—কিহোল তার ?

হারাণ। তল্লাস্ করি হুজুর শুনন্থু তোমার গোমস্তাবাবু আর একটা কলকেতার বাবু হাওয়া গাড়ী করে তাকে নিয়ে গেছে, সঙ্গে কৈবর্ত্ত পাড়ার সেই ছুঁচো কার্ত্তিক আর মধো ছিল।

ভবানী। এ্যাঁ, বলিস্ কিরে! বলিস্ কি—দেশে হলো কি!

হারাণ। অরাজোক্ হুজুর, বিচার কর তুমিই মা বাপ—

অনীতা। তা কেউ বাধা দেয়নি কেন ? যারা দেখেছে তারাত বাধা দিতে পারত—

হারাণ। বাধা দিবার মরদ ছিলনা মা'ঠান যারা ছেলো তারা সব ইস্ত্রি লোক। আর দু একটা যারা ছেলো তারা না খাতি পেয়ে চিঁচিঁ করছে।

অনীতা। আচ্ছা হারাণ, তুমি কেঁদোনা গোমস্তা আসুক ওর—

ভবানী। (বাধাদিয়া) বিচার করবি আনি, বিচার করতে গেলে আমাকে শাস্তি নিতে হয় আগে—কারণ সবার চেয়ে অপরাধী আমি—আমি। (প্রস্থান)

হারান। মা'ঠাকরুণ, বাবুর কিহোল মা'ঠাকরুণ,

সরোজিনী। ও কিচ্ছু না—তুমি থাকো হারাণ গোমস্তা আসুক্।

২য় দৃশ্য

যাদব ভট্টাচার্য্যের বাটী

[কাত্যায়নী বসিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতেছেন, অশোক তাঁর সম্মুখে, অদূরে ভোলা ও হোসেন উপবিষ্ট]

অশোক। তুমি কি বল মা শেষ বেলা নারীর উপর অত্যাচার এও সহে যেতে হবে! ইচ্ছে করছে তাদের এমন করে শাস্তি দিই যা দেখে কেউ কোনদিন আর কোন নারীর উপর অত্যাচার না করে।

হোসেন। তোমায় বল্‌বো কি বাবু, আমরা কয় বাপবেটা যেই তোমার মুখে শুনেছি সেই থেকে না তল্লাশ কর্‌ছি,—সে এ গাঁয়েই নেই, তার বাড়ীর জন মনুষ্য নেই। তাহলেও না হয় একবার দেখা যেত।

কাত্যায়নী। ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলতে নেই, অপরাধী যে শাস্তি শুধু তার একার পাওনা, তার জন্যে তার বাড়ী শুদ্ধ লোক শাস্তি পাবে কেন? আর সে পালিয়ে যাবে কোথায়?

রাবণ রাজাও পালিয়েছিল কিন্তু শাস্তি তাকে গ্রহণ করতেই হয়েছিল।

অশোক। আজ জমিদার যদি তার প্রজাদের মুখের পানে না চায় তা আমরা কয়জন ছট্‌ফট্ করলে কি হবে মা ?

কাত্যায়নী। কিন্তু আমি ত বিশ্বাস করতে পার্‌ছিনা বাবা, ভবানীদা এত অবিবেচক লোক নন। এ তোর বোঝার ভুল।

অশোক। তুমি আশীর্ব্বাদ করো মা, তাই যেন হয়, এ যেন আমার বোঝার ভুলই হয়। তাহলে এতগুলি লোক অনাহারে মরার হাত থেকে রক্ষে পায়।

ভোলা। আমি জানি দা'ঠাকুর যে ধান চাল জমিদারের বাড়ীতে আছে তাতে আমাদের গাঁ কেন আরও চারখানা গাঁয়ের লোক খেতে পারে।

কাত্যায়নী। বলিস্ কিরে ভোলা! তা এতদিন ধরে রেখেছে আর তাদের চোখের সামনে দেশের এত প্রাণী হা অন্ন, হা অন্ন করে মারা গেল!

হোসেন। তা হবে না কেন মা'ঠান, যে কিন্‌তে আসে সেও গাঁয়ের লোক নয়, আর যে গোমস্তা ধরে রেখেছে তারও বাড়ী এ গাঁয়ে নয়, দুজনেই বিদেশী।

কাত্যায়নী। তা হলেও তারাও ত মানুষ।

অশোক। কিন্তু তারা ন্যায্য অধিকাব থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে জমিদারী বাড়াতে চায়—

কাত্যায়নী। (মৃদু হাসিয়া) সেখানেইত ভুল! মানুষ আজ

মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে বলেই মানুষ এত দ্রুত অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে বাবা।

অশোক। হ্যাঁ ভাল কথা মা, সমীর ত এখনও ফিরল না—

কাত্যায়নী। সেত তোরই মত ক্ষ্যাপা ছেলে। এসেই তোকে দেখতে পেলে না ওমনি অরুণকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো।

অশোক। ভোলা একটু দেখ্‌তো কোথায় তারা গেল।

(ভোলার প্রস্থান)

হোসেন। বাবু দেখ মানুষের চরিত্রি ! তেনারা হলেন সহরের লোক আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে কি না করছেন। আর দেখ মোরা গাঁয়ের মানুষ, গাঁয়ের লোক যাতে মরে তা'র চেষ্টা কর্‌ছি।

কাত্যায়নী। জানিস্ অশোক, আজ রায়েদের বাড়ীর সরো এসেছিল, কত দুঃখ করে গেল কি বল্‌বো।

অশোক। তিনি এসেছিলেন কেন ?

কাত্যায়নী। সে আস্‌বেনা কেন ? গ্রামে ছিলনা বলেইত সম্পর্ক এতদূর হয়েছিল। কিন্তু এখন এসেছে, এখন না এসে থাকতে পারে। আহা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে দেখ্‌লে চোখ ফেটে জল আসে, তোরা বস্ বাপু আমি ঘরের কাজ করি। (প্রস্থান)

হোসেন। দেখ বাবু মা'ঠানের পরাণডা কি কাঁচ, যা দেখেন তাইতে ওনার চোখ দিয়ে পানি গড়ায়।

(সমীরের প্রবেশ)

সমীর।—এই যে মাতব্বর এখানে বসে, আমাকে এদিকে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসা হোল, তা নিজে কোথায় বেড়িয়েছিলে ?

৬

অশোক। একটু দূরে গিয়েছিলাম ভাই ক্ষমা কর।

সমীর। মুখে যতটা সহজ করে বলা যায় কাজ করবার বেলা তত সহজে করা যায় না বুঝ্‌লি। রুগী দেখ্‌তে নিয়ে এলি তা ভাল ওষুধ পাবি কোথায়?

অশোক। কেন?

সমীর। দুটো Prescription করে দিই—তুই ওষুধ নিয়ে আয় দেখি। সহরেই পাওয়া যায় না, আর তা ছাড়া ওষুধে শুধু ফল হবে না, malnutrition জনিত রোগ, ওকি শুধু ওষুধেই সার্‌বে?

অশোক। তবে উপায়—

সমীর। উপায় কি আর—বাঁচবেনা। হ্যাঁ ভাল কথা, তোদের জমিদার এসেছে যে—

অশোক। জানি।

সমীর। উনি যদি সাহায্য করেন তাহলে কতকটা উপায় হতে পারে। ওঃ ওঁকে যে করে treatment করেছি তার আর ঠিক নেই। পয়সাও যথেষ্ট খরচা করেছেন—তবুও এখনও একদম cure হন্‌নি। ওঁর একটা mania আছে জানিস্‌, তোর নাম শুন্‌লেই তোর বাবার সম্বন্ধে বলেন আর নিজের বিশৃঙ্খল জীবনের ইতিহাস আওড়ান।

অশোক। ওঁরা দু'জনে যে বন্ধু ছিলেন, তবে বিভিন্ন মুখী প্রতিভা। বাবা গ্রামকে ভালবাস্‌তেন আর উনি সহরের মোহকে ভালবাস্‌তেন।

সমীর। আমি একবার চট্ করে ওদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

অশোক। খেয়ে দেয়ে যা না, মা আবার খোঁজাখুজি করবেন।

সমীর। সে বিষয়ে সাবধান করতে হবে না বন্ধু বুঝলে, মাকে আমিও চিনি। (প্রস্থান)

হোসেন। এবার আমিও ঘরে যাই বাবু।

অশোক। দেখ হোসেন ওদের গ্রামে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম! ওরা বলে বেশ করবো বিক্রি করবো—আমাদের জিনিস্ আমরা বিক্রি করবো-তাতে অপরের মাথা ব্যাথা কেন?

হোসেন। আগুনের পোকার মত বাবু—মানা কর্‌লে শুন্‌বে কেন, ওরা মরতে চাইছে যে—

অশোক। উল্টে আমাকেই ভয় দেখায়। কিন্তু ওরা বোঝে না এই যে সব ঘরের জিনিষ বিক্রি করে দিচ্ছে—দাম্ পাচ্ছে বলে, মাস কতক্ পরে ওরাই ত আবার না খেতে পেয়ে মর্‌বে, তখন ওদের দেখবে কে?

হোসেন। উঃ তুমি বড্ড বোঝো বাবু। ওরা এখন টাকা পাচ্ছে - কি হবে না হবে তার ভাববার সময় পাচ্ছে নাকি।

অশোক। ওরা পরামর্শ করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল অপমান কর্‌তে, তাত আগে বুঝিনি।

হোসেন। তখন বল্লু বাবু আমিও সঙ্গে যাই—

অশোক। তুমি গিয়ে ত শুধু ঝগড়া বাড়াতে।

হোসেন। তা হক্ কথা আমার—অপমান কর্‌লে সহ্যি কর্‌বো না।

অশোক। (হাসিয়া) তাহলে চল্‌বে কেন বল, আচ্ছা হোসেন এখন তুমি যাও—বেলা হল।

হোসেন। হাঁ, এবার যাই বাবু। (যাইতে যাইতে) আমরা বাঁচতে চাইনা আর তুমি বাঁচাতে চাও—মুস্‌কিল করলে। (প্রস্থান)

(জনৈক ভিখারীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(আমি) গেয়ে যাই—সেই মানুষের গান।
দুঃখের রাতে যারা—ডাকিয়া হ'ল সারা,
জাগো ভগবান—জাগো ভগবান।
সেই মানুষের গান॥

(বাড়ীর ভিতর হইতে কাত্যায়নী বলিলেন, "অশোক ওকে একটু বস্‌তে বল")

অশোক। মা কি বল্‌লে শুন্‌লিত?

ভিখারী। সে জানি—আজ আমার নেমতন্ন মায়ের বাড়ীতে তা এই খানটায় বসি।

(গীতাংশ)

পরের লাগি যারা পলে পলে,
মরণের পথে এগিয়ে চলে,
মূক্ হয়ে যারা সহে যায় শুধু
বেদনা অপমান।
আঁধারে যাদের জলে না বাতি,
মরু পথে যা'দের নাইক সাথী,
ধরায় যারা চির অসহায়
সরল পরাণ।
সেই মানুষের গান॥

৩য় দৃশ্য

(জমিদার বাটীর প্রাঙ্গন - সময় সকাল বেলা. অনীতা বসিয়া আছে;

অনীতা। (সরোজিনীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া) কোথায় গিয়েছিলে পিসীমা ?

সরো। ওই ভট্টাচার্য্যের বাড়ী

অনীতা। তুমি কেমন দু'বেলা যাচ্ছ—আমি এসে বাড়ীর বার হইনি, হবার মত সাহসও নেই।

সরো। কেন তোর আবার কি হল ?

অনীতা। গ্রামের মেয়েরা যখন আমার দিকে তাকায় তখন আমার যা লজ্জা করে কি বলবো! আমার সব আছে কিন্তু সত্যিকারের কিছু নেই।

সরো। ওই জন্যেই বাছা মেয়েদের লেখাপড়া বেশী শেখাতে নেই। লেখাপড়া শিখে কেবল তর্ক করতে শিখেছিস্ বইত নয়—

অনীতা। তোমাদের ও ফাঁকা আমি বুঝতে পারি পিসীমা। আমি যা' কর'তে চাই—কি বলবো পিসীমা আমার শিক্ষা আমায় বাধা দেয়—নইলে এতদিন তোমার ভাইঝিকে তুমি দেখতে পেতেনা।

সরো। খুব বাহাদুর মেয়ে আমি তা জানি, কিন্তু কই ওইত কাতুদিকে বল্লুম্ সে ত কিছু বল্লে না। সে আমায় বল্লে কেন ওর দুঃখ কর্‌বার কি আছে, যা ঘটেছে তার জন্যে ত ও দায়ী নয়—ভবিতব্য—

অনীতা। ভবিতব্য! ভবিতব্যের কালো ছাপ্‌টা কপালে এঁটে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে এই বলতে চাওত।—

সরো। কেবল মেয়ের তর্ক, কি যেন তোরা হয়েছিস্। সোজা কথা সরলভাবে বিশ্বাস কর্‌তে চাস্‌না।

অনীতা। বিশ্বাস ত কর্‌তে চাই পিসীমা—কিন্তু পারি কই, এর চেয়ে ওই যে যারা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে. ওদের মধ্যেও যদি আমি একজন হতুম্!

সরো: (বাধাদিয়া) তুই যত বড় হচ্ছিস্ অনি তত অবুঝ্ হচ্ছিস্। যাক্‌গে বাছা, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক কর্‌লে সারাদিন কেটে যাবে আমার আজ আর অন্য কোন কাজ হবে না (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁরে দাদা কোথায় ?

অনীতা। জানিনা ত, সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন—

সরো। এতবেলা হলো গেল কোথায় ? ভাল কথা আমাদের সেই ডাক্তার ছেলেটি এয়েছে দেখলুম, কাতুদির সঙ্গে কথা কইছে।

অনীতা। অশোক বাবু বাড়ীতে নেই ?

সরো। হা কপাল, সে আবার বাড়ী থাকে কতটুকু, এইত আমি ক'দিন গেলুম, তা একদিনও দেখতে পেলুম না। কোথায় রোগীর সেবা, কোথায় কে খেতে পাচ্ছেনা এই সব—

অনীতা। (বাধা দিয়া) পিসীমা, রামসিংকে বল্‌বো বাবাকে ডেকে আনতে ?

সরো। বলবি বৈকি! একটু সেরেছে আবার যদি ওরকম ঘোরে তাহলে আবার ব্যায়রাম হবে!

অনীতা। রামসিং —

(রামসিংয়ের প্রবেশ)

রামসিং। মাজী।

অনীতা। বাবু কোথায় গেলেন ?

রামসিং। সে এপাড়াসে ওপাড়া ঘুম্‌তা হ্যায় –

(ত্রস্ত পায়ে ভবানীরায় ও অন্নক্লিষ্ট গ্রাম্যনরনারীগণের প্রবেশ)

ভবানী। আয়্ আয়্, ভয় কিসের, আয় না আমি ডাকছি তোদের ভয় কিসের।

অনীতা। বাবা, এরা কারা ?

ভবানী। এরাইত সব। এই দুটো ঘরে আছে ভাঙ্গ্ তালা, ওহো তোরাত ধুক্‌ছিস্, এ রামসিং কেয়াড়ি তোড়্ দেও—

রামসিং। মহারাজ !

ভবানী। দূর ব্যাটা ভূত, আমি বল্‌ছি ভাঙ্গ্, দেখছিস্‌না এরা দাঁড়াতে পাচ্ছে না

রামসিং। কেয়ারী তোড়্ দেগা ?

ভবানী। ও বিশ্বাস হচ্ছেনা। না পারিস্ সর্, আমিই ভাঙ্গছি। ব্যাটা ভূত দেখতে পাচ্ছনা আমার ঘরে ঠাসা রয়েছে আর যাদের জিনিষ, তারা দেখ্ উপোস করে মর্‌ছে ; সর্ আমি ভাঙ্গছি।

রামসিং। হাম্ তোড়্‌তা হ্যায় হুজুর ! (দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল)

ভবানী। দে, দে খুলে দে, ওরা ধুঁক্‌ছে !

জনৈক নর। আমি পাবো ত' ?

ভবানী। তুই একা কেন, সবাই পাবি।

জঃ বৃদ্ধা। আমায়—আমায় ছুটি দিও বাবু, আমি আর চাইবো না—শুধু আজ ছুটি দিও গো!

ভবানী। সবাইকে সমান করে দেব রে।

জনৈক নর। আবার যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে?

ভবানী। আমি ভবানী রায়—নিজে দাঁড়িয়ে দিচ্ছি।

সরো। দাদা তুমি একটু ব'স। (হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল)

রামসিং। রাম—রাম!

ভবানী। এ্যাঁ—সর্ সর্, দেখি! (দ্বারের নিকট যাইয়া) তাই ত', সব পচে নষ্ট হয়ে গেছে!

জঃ নর। আমাদের ওই ছুটি দাও বাবু! (কয়েকজন অগ্রসর হইল)

ভবানী। আরে না, না, এ পচে গেছে একদম্!

জঃ নর। তা হোক্, ওতেই হবে আমাদের।

ভবানী। ভাবনা কিরে, আর একটা ঘরে রয়েছে। রাম সিং ওটার তালাও ভেঙ্গে ফেল্।

(রাম সিং দ্বিতীয় ঘরের তালা ভাঙ্গিতে লাগিল। অপর দিক হইতে সমীরের প্রবেশ)

ভবানী। এই যে ডাক্তার, আরে তুমি একা এলে কেন, অশোক কই?

সমীর। ব্যাপার কি?

ভবানী। কিছু না, কিছু না ডাক্তার! ওদের জিনিষ সব আমার ঘরে বন্ধ আর ওরা না খেতে পেয়ে দলে দলে মরছে, তা কেন

হবে ডাক্তার! তাই ডেকে এনেছি—ওদের জিনিষ ওরা নিয়ে যাক্!

সমীর। এ ত ভাল কথা; আপনি জমিদার, আপনি না দিলে এ অসময়ে ওরা পাবে কোথায়?

(দ্বিতীয় দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল)

ভবানী। এই যা যা, বার করে নিয়ে আয়!

(জনতার ভিতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, দুইজন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল)

জঃ নর! ওরা সব নেবে বাবু! আমায় কিছু না দাও—এ দুটো ছেলেমেয়ের হাতে কিছু দাও। ওদের মা ওদের খেতে দিতে না পেরে জলে ডুবেছে বাবু—

ভবানী। (বাধা দিয়া) ওরে থাম্ থাম, সবাই পাবি তোরা,—ভয় কি?

(ঘরের ভিতর হইতে বস্তা মাথায় করিয়া মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইতে সমবেত জনতা বাহকদিগকে টানাটানি করিতে লাগিল: বাহকদ্বয় পড়িয়া গেল: বস্তা ছিন্ন হওয়ায় চাউল মাটীতে পড়িয়া গেল)

ভবানী। আরে ছাড়্, ছাড়্; টানাটানি করিস্ নি—ওত্নটো মরবে যে! আমার বাগানের পুকুর ধারে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বসে রাঁধ্‌বি।

জঃ নারী। রাঁধ্‌বার কোন দরকার নেই।

জঃ নর। কতদিন এর মুখ দেখিনি বাবু; সজ্‌নের ছাল সেদ্ধ করে খাচ্ছি, আর আজ—

(এই সময় জনৈক শীর্ণ বালক বমন করিয়া শুইয়া পড়িল)

ভবানী। ওরে কাঁচা খাস্‌নি – কাঁচা খাস্‌নি। ও ডাক্তার দেখ— দেখ, ওটা শুলো কেন?

(সমীর অগ্রসর হইয়া পরীক্ষা করিল)

সমীর। মারা গেল! আরে এযে সব পোকা—চাল কই?

ভবানী। বলকি ডাক্তার—এতেও পোকা! ডাক্তার এদের কি মার্‌বার জন্য ডেকে নিয়ে এলুম। যে কয়জন আছে ধর ধর ডাক্তার, এ রামসিং

(রামসিং ও সমীর জনতা সরাইতে লাগিল)

জঃ নর। খেতে দাওনা বাবা, পোকা তাকি চালও ত আছে—

ভবানী। ওরে ছেড়েদে—ছেড়েদে, আমি আবার ওর চেয়ে ভাল দেবো। ও ডাক্তার ওদের বুঝিয়ে দাও। সরো যা, যা দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে—এনে দে। (সরোজিনীর ও অনীতার প্রস্থান)

সমীর। সত্যি আপনি কি কর্‌বেন বলুন?

ভবানী। ঠিক্, ঠিক্, বলেছো ডাক্তার, আমি আর কি করবো, যখন করবার ছিল তখন আমি আর আমি ছিলুম না ডাক্তার। রামসিং যজ্ঞেশ্বরকে ধরে নিয়ে আয় পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে—

রাম। ওত কিধার ভাগ্ গিয়া বাবু—

ভবানী। ভাগ্‌গিয়া! ডাক্তার আজ তারির মুখ এখানে গুঁজে দেওয়া উচিৎ, সে যখন নেই তখন আমার মুখটাই এতে গুঁজে দাও ডাক্তার—আমার মুখটা গুঁজে দাও। সেই আমি এলুম, যদি কিছু দিন আগে আস্‌তে পারতুম ডাক্তার তাহলে কি এরা এমন করে মর্‌তো। (জনতার প্রতি) ওরে, তোরা ক্ষমা

কর আমায় ক্ষমা কর, এবারকার মত ক্ষমা কর এই হাত-জোড় কর্‌ছি।

৪র্থ দৃশ্য

সময়—সকাল বেলা।

(যাদব ভট্টাচার্য্যের বাটী)

কাত্যায়নী। সে ত আমি সব জানি মা, তোমার দুঃখ ক'রবার কি আছে। তবে দুঃখ এই যে সেই ভবানীদা এলো দেরী করে। তবুও ত কতকগুলি প্রাণী অন্ততঃ বাঁচলো। কিন্তু দেখনা অশোকের মুখে শুনলুম, বসু চৌধুরীরা প্রজাদের বেশ করে বুঝিয়ে তাদের ধান চাল চালান কর্‌ছে। জমিদার উপস্থিত থেকে এ ব্যবস্থা, সে অপেক্ষা আমাদের ভবানীদা ত দেবতা। তা তুমি লুকিয়ে আস্‌বে কেন বাছা ?

অনীতা। পাছে কেউ দেখে, শুনেছি পল্লীগ্রামে সমাজ বিধান কঠোর। তাহলে আপনাদের একঘরে করবে।

কাত্যায়নী। পাগলী মেয়ে! আমার কাছে আসবে তাও ভয়ে ভয়ে, কেন ? সমাজ! জানো, অশোকের বাবা বল্‌তেন ভগবান মানুষ গড়েছে, আর সমাজ গড়েছে মানুষ। সেই ভগবানকে আমরা ভুলতে বসেছি বলে আজ সমাজকে এত আঁক্‌ড়ে ধরেছি। তা দেখতে পাচ্ছনা মা, আমাদের রুচি শিক্ষা ভেদে সমাজের প্রকার ভেদ হচ্ছে, কিন্তু ধর্ম্ম সে' ত কিছু পাল্টে যাচ্ছে না।

অনীতা। কিন্তু –

কাত্যায়নী। এর ভেতর কিন্তু কোথায় পেলে বাছা। ধর্ম্মই ত সবচেয়ে বড়, আর আজ যদি ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষকেই ঘৃণা করে দূরে রাখি, তাহলে ধর্ম্ম আর রইল কই !

অনীতা। তবুওত মানুষের একটা পরিচয় চাই—

কাত্যায়নী। হাসালে বাছা—পরিচয় ! সে মানুষ এইত তা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাই ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছো বাছা ; আমি ভবানীদার কাছ থেকে তোমায় চেয়ে নেব, আমি তোমার মা হবো—

অনীতা। মা—

কাত্যায়নী। হ্যাঁ, আমি তোমার মা। তাহলেত আমার পরিচয়ে তুমি পরিচয় দিতে পারবে আর ত কোন ভয় থাকবেনা—

অনীতা। (প্রণাম করিয়া) মা –

কাত্যায়নী। লেখাপড়া শিখেছ—মানুষকে তোমরাই ত মানুষ করে তুলবে। তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো মা, তুমি—

অনীতা। (বাধা দিয়া আশীর্ব্বাদ করো না, আমার এ অভিশপ্ত জীবনে তোমার আশীর্ব্বাদ বোধ হয় ফলবে না—তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে।

কাত্যায়নী। তা কি হয় মা, আজ যদি আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ না করি, তাহলে ভগবানের অভিশাপ আমার মাথায় পড়বে।

অনীতা। মা, মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর !

(কাত্যায়নীকে জড়াইয়া ধরিল)

(ভবানীরায় ও হোসেনের প্রবেশ)

ভবানী। না না, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না—এ অসম্ভব।

কাত্যায়নী। কি বিশ্বাস করতে পার না ভবানীদা', তোমাদের কাতুকে আজ কি নূতন দেখ্‌ছো ?

ভবানী। নারে কাতু, এ যে ভাবতেও পারি না—

কাত্যায়নী। অনীতা মা আমার কাছে থাকবে সেটা—

ভবানী। (বাধা দিয়া) ওরে না—না, ও তোর কাছে থাক্‌বে না ত থাকবে কোথায়; ওর তিনকূলে আছে কে ? আমি অশোকের কথা বলছি—

কাত্যায়নী। অশোক! কেন সে'ত কখনও কোন অন্যায় করে না, ভবানী'দা!

ভবানী। সে অন্যায় করে কি না করে সে কথা আজ আমায় শেখাতে আসিস্ না বুঝলি। (হোসেনের প্রতি) তুমি কি ঠিক বল্‌ছো হোসেন—

হোসেন। এতক্ষণ ত বল্‌ছিলাম বাবু, এখন আর বলতে নার্‌বো মা'ঠান রয়েছে।

ভবানী। ওহো বটে, বটে কাতু রয়েছে। (কাত্যায়নীর প্রতি) হ্যাঁরে ডাক্তার কোথায় রে ?

কাত্যায়নী। সমীর ত অশোকের সঙ্গে গেছে, কেন ভবানীদা, কি হয়েছে ?

ভবানী। না, না এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়, তোর শুনে দরকার নেই।

অনীতা। আমায় বল বাবা, আজ ওঁকে না বলতে পার আমায় বল ?

ভবানী। আরে ওকে বল্‌বো না যখন বল্লুম্‌ তখন আবার তোকে বলি কি করে। সত্যি কিন্তু এদিকে যে মুস্কিল, ডাক্তার নেই — কেউ নেই যে আমার হয়ে বলে। নাঃ আমি নিজেই যাবো। হোসেন তুমি এখানে বস আমি যাই, আজ আমারই যাওয়া দরকার— (প্রস্থান)

অনীতা। (হোসেনের প্রতি) কি হয়েছে বলতে পার ?

হোসেন। আমায় ক্ষমা দাও দি'ঠান আমি বলতে নার্‌বো।

(ভোলার প্রবেশ।)

ভোলা। মা'ঠান সর্ব্বনাশ হয়েছে—

কাত্যায়নী। কাঁপছিস্‌ কেন ? কি হয়েছে ?

ভোলা। মা'ঠান, দা'ঠাকুর মা'ঠান—

কাত্যায়নী। দা'ঠাকুর কি বল্‌না ?

ভোলা। দা'ঠাকুরকে পুলিশে ধরেছে।

হোসেন। ভোলা চুপদে—

অনীতা। এ্যা পুলিশ—

কাত্যায়নী। অশোককে পুলিশে ধরেছে কেন ?

হোসেন,। ভোলা চুপদে—

ভোলা। চুপ দেব কিরে হোসেন, দা'ঠাকুরকে পুলিশে ধরেছে আর আমি চুপ দেবো, আমি ডুক্‌রে কাঁদ্‌বো।

হোসেন। কাঁদ্‌বি ত কাঁদ্‌না, মা'ঠানের কাছে কেন, বাগানে বসে কাঁদ্।

কাত্যায়নী। কেন ধরেছে বল্‌তে পারিস্ ভোলা !

ভোলা। ওইযে তেঘরার জমীদার, ওনারাইত দা'ঠাকুরকে ধরিয়ে দিলেন। বলে প্রজাদের খাজনা দিতে মানা করে বেড়াচ্ছে, দা'ঠাকুর প্রজা খেপুচ্ছে—

কাত্যায়নী। এওকি সম্ভব !

ভোলা। পেত্যয় কর্‌বেন না মা'ঠান, ওদের জীব্ খসে যাবে— সব মিছে। ধান-চাল ধর্‌তি পাচ্ছেনা—সেই জ্বালা।

অনীতা। মা এখন উপায় ?

কাত্যায়নী। ভগবান !

হোসেন। বল্‌লাম বাবুকে—যেওনি তোমার দরকার কি ! না খেয়ে যারা মর্‌ছে তারা মরুক্ তাতে তোমার মাথা ব্যাথা কেনে ! তা তো মোর কথা কানেই নিলে না।

কাত্যায়নী। তাই যদি আজ সবাই বুঝতো তাহলে এ গ্রামের এ দশা হোত !

ভোলা। বুঝে মা'ঠান কি হ'ল—দা'ঠাকুরকে পুলিশে ধর্‌লো।

অনীতা। এও কি সহ্য করতে তুমি বল মা ?

কাত্যায়নী। সহ্য কর্‌তে কেন পারবেনা মা। ধরিত্রীর বুকে যে তাণ্ডব লীলা চল্‌ছে তা'ত ধরিত্রী নীরবে সব সহ্য কর্‌ছেন।

অনীতা। কিন্তু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ কি তাই পারে ?

কাত্যায়নী। তার চেয়ে বেশী পারে, আমায় দেখ—আমি কি

বিচলিত হয়েছি ? অশোক যে আজ সত্যিকারের মানুষ হয়েছে—এটাই তার নিদর্শন।

(অশোকের সঙ্গে ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রবেশ)

অশোক। মা—

কাত্যায়নী। অশোক—

অশোক। (প্রণামান্তে) মা—তাদের ভুল তারা বুঝ্‌তে পারবে এটা আমি জানি।

কাত্যায়নী। আজ আমিও ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা কর্‌ছি অশোক, তাদের ভুল তারা যেন বুঝতে পারে।

অশোক। মা তুমিত সব জানো—আমাকে আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যেন শক্তি না হারাই।

(সমীরের প্রবেশ)

সমীর। (ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রতি) Excuse me Sir, পাঁচ মিনিট wait করুন। মাসিমা মিঃ রায় এসেছিলেন ?

(ভবানী রায়ের প্রবেশ)

ভবানী। এইযে ডাক্তার আমি এয়েছি - আমি এয়েছি—

ডাক্তার। একি আপনি এত হাঁপাচ্ছেন কেন ?

ভবানী। একটা গড়্ পড়্‌তা হিসেব করে নিয়ে দৌড়ে আস্‌ছি ডাক্তার। এই যে, এই যে Sir আমায় prosecute করুন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনাকে ?

ভবানী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে—আমিই ত দোষী। ও বালক ওকি জানে। আমি স্বীকার করছি আমার প্রজাদের সংখ্যা ছিল

আড়াই হাজার, হ্যাঁ আড়াই হাজার, তার মধ্যে আছে মোট দুশো—মোট দুশো, বাকী সব না খেয়ে মরেছে, আর সে আমারই জন্যে—

ইন্স্‌পেক্টার। কিন্তু ওঁর যে অন্য Charge.

ভবানী। কি বল্‌ছেন! এত গুলো জীবন অকালে ঝরে গেল—আমারই অপরাধে,—এ নরহত্যার চেয়েও বড় charge হতে পারে, আমার হাতে—হাত কড়া লাগান।

(হস্ত প্রসারিত করিলেন)

ইন্স্‌পেক্টার। কি বল্‌ছেন Sir?

ভবানী। ঠিক বল্‌ছি, আমি ঠিক বল্‌ছি—নরহত্যার অপরাধে অপরাধী; দেরী করবেন না—দেরী করবেন না, হাত কড়া লাগান।

ইন্স্‌পেক্টার। Is he a mad man

ভবানী। (অট্টহাস্যে) ডাক্তার তোমার ইন্স্‌পেক্টার বলে কি,—বলে আমি mad—আমি mad—

সমীর। (ভবানী রায় কে ধরিয়া) মিঃ রায়—

কাত্যায়নী। ভবানীদা'—

ভবানী। ডাক্তার আমায় ধর—ধর, দম বন্ধ হয়ে আসছে—

(সমীর ও অশোক ধরাধরি করিয়া শোয়াইয়া দিল)

সমীর। মাসিমা, আমার ব্যাগ্‌টা—

(বলিতে বলিতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল)

ইন্স্‌পেক্টার। অশোক বাবু, Late হয়ে যাচ্ছে।

অশোক। হ্যাঁ, আচ্ছা চলুন,—মা আসি।

(অনীতা দৌড়াইয়া আসিয়া পদধূলি লইল)

ভোলা। এটারে একটু ছিচরণের ধূলো দিয়ে যাও দা'ঠাকুর:

(প্রণাম করিল)

অশোক। হোসেন, তুমি গাঁয়ের মধ্যে বড়; তুমি রইলে হোসেন—

(হোসেন মুখ ঢাকিল ও অব্যক্ত ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে লাগিল, অশোক ও ইন্স্‌পেক্টরের প্রস্থান)

(সরোজিনীর প্রবেশ)

সরোজিনী। এ্যা, একি দাদা---দাদা'

(ভবানী রায়ের সন্নিকটে গেল ; ভবানীরায় অতিকষ্টে অনীতা ও সরোজিনীর হাত দুটী তুলিয়া ধরিলেন, সে ইঙ্গিত কাত্যায়নী বুঝিতে পারিয়া নিজের হাতে সেই দুটী হাত ধরিলেন)

কাত্যায়নী। আমি কথা দিচ্ছি ভবানী'দা, এদের ভার আজ থেকে আমি নিলুম !

(ডাক্তারী ব্যাগ লইয়া সমীরের প্রবেশ)

সমীর। (পরীক্ষান্তে) না—expired.

অনীতা। এঁ্যা—বাবা—বাবাগো।

(দূর হইতে ভিখারীর গান.—

"দুঃখের রাতে যারা. কাঁদিয়া হল সারা—
জাগো ভগবান—জাগো ভগবান॥"

অস্পষ্ট সুরে [illegible] আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল।)